Name of the study area: Rural, Mirzapur
Data Type: IDI with Qqualified seller/prescriber
Length of the interview/discussion: 47min.
ID: IDI_AMR104_SLM_PQ_Hu_R_27 Oct 17

Demographic Information:

Gender	Age	Education	Seller/prescriber	Category	Year of service	Ethnicity	Remarks
Male	40	SSC	Prescriber	Qualified	20 Years	Bangali	

প্রশ্নর্কতা:দাদা, আসসালামুআলাইকুম।

উত্তরদাতা:ওয়ালাইকুম সালাম।

প্রশ্নর্কতা:আমি আসছি ঢাকা মহাখালি কলেরা হাসপাতাল থেকে।

উত্তরদাতা:থ্যাঙ্ক ইউ।

প্রশ্নর্কতা: আমরা একটা গবেষনার কাজে আপনার এখানে আসছি।

উত্তরদাতা:আমি কি হেল্প করতে পারি।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। আমি একটু বলি। সেটা হচ্ছে যে, আমাদের বাড়িতে মানুষ এবং বাসাবাড়ি সমুহে যে পশুপ্রানী থাকে, এই বিভিন্ন প্রানীগুলো এবং মানুষ অসুস্থ হয়। এই অসুস্থতার সময় সাধারনত আমরা বিভিন্ন চিকিৎসা এবং পরামর্শের জন্য ডাক্তারের কাছে আসি। তো আপনি একজন পল্লী ি চিকিৎসক। আপনি র্দীঘদিন ধরে এই পেশায় আছেন। তো আপনার কাছেও আমাদের গ্রামের মানুষজন বিভিন্ন সেবার জন্য আসে। পরামর্শের জন্য আসে। এই সময় এই অসুস্থকালীন সময়ে তারা কোন এন্টিবায়োটিক ক্রয় করে কিনা। এন্টিবায়োটিক ক্রয় করলে সেটা তাদের কাছে কিভাবে আপনি বিক্রয় করেন, কিভাবে প্রদান করেন এই কতগুলো বিষয় নিয়ে আমি আপনার সাথে একটু কথা বলবো। তো আপনি কি আমার সাথে কথা বলতে রাজী আছেন?

উত্তরদাতা:হ্যা। রাজী আছি। বলেন। এটা তো সাধুবাদ আপনার যে কথা বললেন, এটা সবার জন্য মঙ্গল। আমার জন্য প্লাস এলাকার হতদরিদ্র কিছু রোগী আছে, সঠিক চিকিৎসার অভাবে তারা রোগাক্রান্ত হচ্ছে।

প্রশ্নর্কতা:আমি একটু, দাদা, আমি একটু শুনবো আপনার এখানে। আপনি সকালবেলা যে দোকানটা খুলেন, কখন খুলেন একটু যদি আমাকে কার্যক্রম সর্ম্পকে বলেন। কি কি করেন?

উত্তরদাতা:জ্বী। আপনার প্রশ্নটা আমি বুঝতে পারি নাই।

প্রশ্নর্কতা:আপনার সকালেবেলা যে দোকানটা ওপেন করেন, দোকানটা খুলেন, তারপর আপনার কি কি ধরনের কার্যক্রম শুরু করেন? দোকানের আমাকে একটু যদি বিস্তারিত বলেন।

উত্তরদাতা:ধন্যবাদ। আমি সকাল আটটা থেকে বারোটা পর্যন্ত দোকান করি। বারোটা থেকে দুইটা পর্যন্ত রেষ্টে আমি থাকি। তিনটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত দোকান করি। প্রথম দোকানে যখন আমি আসি, দোকানের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা দরকার। সেগুলো আমি করি। আমি হিন্দু মানুষ। আমি সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করি। এলাকার রোগ ব্যাধি যাতে কম হয়। পাশাপাশি আমিও যাতে ভালো থাকি। এলাকাবাসীও যেন ভালো থাকে, মঙ্গলার্থে বিধাতার কাছে প্রার্থনা করি। তারপর যখন এলাকার পল্লী প্রত্যন্ত গহিগ্রামের মানুষ যখন আসে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে , তখন তার প্রাথমিক যে চিকিৎসাগুলি আছে, লক্ষন অনুযায়ী তার ট্রিটমেন্ট আমি প্রাথমিক পর্যায়ে দিয়ে দিই। হয়তো এন্টিবায়োটিকের ক্ষেত্রে বিশেষ ক্ষেত্রে আমি এন্টিবায়োটিক দিইনা। তারপেরও কিছু কিছু এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ করি। যেমন জ্বর আসলে সিপ্রোসিন, প্যারাসিটেমল এগুলো দিই। সাধারন পেইন কিলারের জন্য প্যারাসিটেমল, এসিক্লুনাক এগুলো দিয়ে চিকিৎসা দিই। আর ঠান্ডা, কাশি, জ্বর টর আসলে কাশির জন্য সেখানে এন্টিবায়োটিক দিতে হবে। দীর্ঘদিন তিন সপ্তাহর অধিক কাশি হলে, সেটা কফ পরীক্ষা করাতে হবে। দীর্ঘদিন কাশিতে ভুগলে দেখা যায় এন্টিবায়োটিকও কাজ করেনা। সেগুলা রোগীর আস্তে আস্তে তার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। তো এই পর্যায়ে আমি প্রাথমিক এন্টিবায়োটিক দিই পাঁচদিনের ডোজ। সেটা হলো জিম্যাক্স, এজিথ্রোমাইসিন গ্রুপ দিয়ে পাঁচদিন খাওয়ার পরে যদি ভালো না হয়, তাহলে উনাকে আমি পরার্মশ দিই আপনি সরকারি থানা স্বাস্থ্য হেলথ কমপ্লেক্সে যায়য়া কফটা পরীক্ষা করে নেন। যক্ষা, টিভি এগুলোর ভাইরাস আপনার দেহে আছে কিনা, যদি থাকে তাহলে সরকারিভাবে এখন চিকিৎসা দিচ্ছে। আপনি ঐখান থেকে চিকিৎসা নিতে পারেন। এই আরকি।

প্রশ্নর্কতা:তারমানে একজন পল্লী চিকিৎসক হিসেবে আসলে অনেক দায়িত্ব পালন করতে হয়।

উত্তরদাতা:আমি মনে করি প্রাথমিক পর্যায়ের যারা পল্লীগ্রামের গহিগ্রামে চিকিৎসা দেয় এদের ঝামেলা, সঠিক রোগ নির্নয়ও করতে পারিনা। আবার সঠিক ঔষধও মাঝেমাঝে প্রয়োগ করতে পারিনা। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রাথমিক যে কমন ডিজিজগুলো আছে, এগুলোর উপর আমরা বেশীরভাগ ট্রিটমেন্ট দিয়ে থাকি। তবে সিরিয়াস কিছু হয়ে গেলে সেগুলো আমরা সরকারি এমবিবিএস বা বিশেষজ্ঞ আছে, এদের কাছে আমরা রেফার করি।

প্রশ্নর্কতা:কমন ডিজিজ বলতে আপনি কোনগুলো

উত্তরদাতা:কমন ডিজিজ ঠান্ডা সর্দি, জ্বর, ডায়রিয়া, কলেরা তারপর আপনার এইযে এলার্জি এগুলি নিয়েই প্রতিনিয়ত মানুষ আসে। মাথাব্যথা, সাইনোসাইটিস, পলিপাস এগুলি নিয়ে আসে আমার কাছে। প্রাথমিক পর্যায়ে আমি ট্রিটমেন্ট দিই। ট্রিটমেন্ট দেওয়ার পরে একটা কোর্স দিই পাঁচদিন, সাতদিন, চৌদ্দদিন এরকম একটা কোর্স দিই। ৫:০০

প্রশ্নর্কতা:সবাই কে এন্টিবায়োটিক প্রদান করেন?

উত্তরদাতা:হ্যা। এন্টিবায়োটিক আমরা পলিপাসের মধ্যে নাক দিয়ে অনর্গল আপনার ঠান্ডা পানি আসবে। হাঁচি আসবে। শরীর, হাত পা চুলকানি হবে। তখন এই জায়গায় এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ করিনা। শুধু তারে এন্টিহিস্টামিন প্লাস প্যারাসটেমল দিয়ে তার চিকিৎসা চলে। যখন আপনার কোন ফরেইন বডি ইনজুরি হয়, বাইরে থেকে যে আঘাতপ্রাপ্ত যেগুলো ব্যথা হয়, অনেক দেখা যায় ব্লাডটা জমে গেল। বোঝা যায়, অনুভব করা যায় এখানে ব্লাড জমছে। তখন প্রাথমিক চিকিৎসার মধ্যে আইস, বরফগুলা আছে। বরফগুলার থেরাপি দিই। তারপর এন্টিবায়োটিক সেফ্রোডিন গ্রুপ দিই। সেফ্রোডিনে কাজ না হলে সেফোরোক্সিম গ্রুপ দিয়ে দিই। এই। পাঁচদিন সাতদিন খাবে।

প্রশ্নর্কতা:বাইরে থেকে আঘাত বলতে কোনটাকে বুঝাচ্ছেন?

উত্তরদাতা:মানে আপনার শিক্ষার হার আছে। তবু নিম্নতম। অনেকে মারামরি করে। একজন আরেকজনকে বারি দেয়। বারি দেওয়ার পরে যেটা বারি দেয়, সেটা হলো ফরেন বডি ইনজুরি। বারি থেকে আঘাতপ্রাপ্ত। একজন মারছে, আরেকজন ব্যথা পাইছে। সে ব্যথার রোগী আমার কাছে চলে আসলো। চলে আসার পরে দেখি তার অনেকগুলো ইনজুরি হয়ে গেছে। ডিপ মাসল ইনজুরি হয়ে গেছে। তো এক্ষেত্রে প্রাথমিক চিকিৎসা এন্টিবায়োটিক দিতে হয়।

প্রশ্নর্কতা:আরেকটা বলতেছেন কাঁটাছেড়ার এই ট্রিটমেন্টের ভিতরে আপনি প্রাথমিক চিকিৎসা, এই বিষয়গুলো ইয়ে করেন কিনা?

উত্তরদাতা:প্রাথমিক যে ছোটখাটো যে দা, বটি যে কাটে, প্রচন্ড রক্ত ক্ষরন হয়, এমতাবস্থায় প্রাথমিক আমি ট্রিটমেন্ট দিই। এন্টিসেপটিক দিয়ে প্রথমে ড্রেসিং দিই। ড্রেসিং দেওয়ার পরে সার্জিক্যাল বক্স আছে। এই বক্সগুলো দিয়ে ঐখানে ব্যান্ডেজ দিবো। ব্যান্ডেজ দেওয়ার দুইতিন ঘন্টা পরে তাকে আমি বলবো ফুল রেস্টে থাকতে। যে কালকে এসে আবার ড্রেসিং করবেন। ড্রেসিং এ যদি উন্নত ফলাফল পাওয়া যায়, চিকিৎসা ভালো হয়, তাহলে ঐখানে এন্টিবায়োটিক দিতে হয় ঘা শুকানোর জন্য। সেটা হলো ফ্লুকক্সাসিলিন। প্রাথমিক অবস্থায়। ফ্লুকক্সাসিলিন দিয়ে যেমন স্কয়ারেরটা আপনার ফাইলোপেন, ডিএস ফাইলোপেন পাঁচশো পাওয়ার। এগুলো দিয়ে ডোজ নিয়ম হলো ছয় ঘন্টা থেকে আট ঘন্টা অন্তর অন্তর কয়দিন, পাঁচ থেকে সাতদিন। দেখা যায় এতেই রোগী ভালো হয়ে যায়।

প্রশ্নর্কতা:তার মানে আপনি ইনজুরি, সার্জারি বলতে কি, সেলাই করে টরে যে

উত্তরদাতা:হ্যা। সেলাই। আমি বেশীর ভাগ হাফ ইঞ্চি হলে সেলাই করিনা। এক ইঞ্চি দেড় ইঞ্চি হলে সেলাই ঐ মাপে দুইটা তিনটা করতে হয়। প্রাথমিক মাপে যে আমরা সেলাই করি, যে সুতোগুলো দিয়ে এই সুতোগুলো দিয়ে আমরা সেলাই করি। তো দেখা যায় রোগীর ভালো ফলাফলই আসে। ব্লাড সার্কুলেশন যখনই বন্ধ হয়ে যাবে, রোগীটা ভালো অবস্থায় পৌঁছে যাবে, এটাই আশা।

প্রশ্নর্কতা:তো দাদা, এইযে রোগীগুলো আপনার কাছে আসতেছে, প্রতিদিন ধরেন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বা রাত অবধি রোগীগুলো আসে, সেক্ষেত্রে আপনি যে প্রেসক্রিপশন করতেছেন বা ব্যবস্থাপনা এই সর্ম্পকে যদি একটু আমাকে বলেন।

উত্তরদাতা:আসলে প্রেসক্রিপশন বলতে ব্যবস্থাপত্র। তো ব্যবস্থাপত্র দেওয়ার অধিকার আমার নাই। যারা সরকারি ডাক্তার, স্যারেরাই বরং দিয়ে থাকেন। প্রেসক্রিপশন মোতাবেক আমরা মেডিসিন বেচি। যা লেখা থাকে, যে কোম্পানির ঔষধ লেখা থাকে, সেটাই আমরা প্রয়োগ করি। দিই। আর যদি না থাকে তাহলে বলি যে, ভাই, আমার কাছে নাই। কিন্তু আমি নিজে কোন প্রেসক্রিপশন করিনা। বা প্রেসক্রিপশন দিইনা। তো প্রাথমিক অবস্থায় আমরা যে ট্রিটমেন্টগুলো দিয়ে থাকি, প্রাথমিক পর্যায়ে, সেক্ষেত্রে কোন প্রেসক্রিপশন লাগেনা। যে ভাই, আমার ঠান্ডা জ্বর হলো। তখন আমি অনুভব করি, তার ঠান্ডাটা হলো কিভাবে, যে আপনি বৃষ্টিতে ভিজছেন? বা পানিতে দীঘটাইম, লং টাইম সাতাঁর কাটছেন বা বরফের পানি আপনি খায়ছেন, দেখা যায় উনি বলে যে আমি বৃষ্টিতে ভিজছি। তাহলে বৃষ্টিতে ভিজলে কমন সেন্সের থেকে বুঝি যে, তার ঠান্ডা লাইগা গেছে। ঐ ক্ষেত্রে প্যারাসিটেমল আর হলো সেটিরিজিন গ্রুপ, ক্লোরাটিডিন গ্রুপ, এগুলা ব্যবহার করি।

প্রশ্নর্কতা:এটা কি এন্টিবায়োটিক?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:এটা হচ্ছে নরমাল ঔষধ?

উত্তরদাতা:নরমাল ঔষধ। প্রাথমিক যে ট্রিটমেন্ট।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে ঐযে কাটাছেড়া বা বিভিন্ন জ্বর, দীর্ঘদিন ধরে ভুগতেছে, তাদের জন্য এন্টিবায়োটিক প্রদান করতেছেন, সেটা কিভাবে করেন?

উত্তরদাতা: দীর্ঘদিন এর যে জ্বরটা, আমি বরাবরই তিনদিন পর্যন্ত প্রাথমিক

প্রশ্নর্কতা:যেটা বলতেছিলাম, দীর্ঘদিন এর জ্বরের ক্ষেত্রে কি প্রয়োগ করেন?

উত্তরদাতা: দীর্ঘদিন এর জ্বরের ক্ষেত্রে আমি বেশীরভাগ প্রথম অবস্থায় যে এন্টিবয়োটিক ব্যবহার করি সেটা হলো সিপ্রোসিন পাঁচশো বয়স অনুপাতে। আড়াইশো পাওয়ার হয়, পাঁচশো পাওয়ার হয়। সাতশো পঞ্চাশ পাওয়ার হয়।

প্রশ্নর্কতা:কাদেরকে কোনটা দেন?

উত্তরদাতা:আমি বয়স দশ নীচে হলে আড়াইশো পাওয়ার দিয়ে চিকিৎসা দিই। আর ছয় থেকে আট ঘন্টা অন্তর অন্তর পাঁচদিন বা সাতদিন বয়স বিশ পঁচিশ ত্রিশ এরকম হলে তাদের পাঁচশো পাওয়ার দিতে হবে। সেখানে আট ঘন্টা অন্ত অন্তর সিপ্রোসিন প্রয়োগ করি। সাথে প্যারাসিটেমল। এই। ১০:০০

প্রশ্নর্কতা:এটা কতদিনের জন্য দেন?

উত্তরদাতা:এটা পাঁচ থেকে সাতদিনের ডোজ দিই। আট ঘন্টা অন্তর অন্তর। যখন একান্ত জ্বর ঐ এন্টিবায়োটিক খাওয়ার পর জ্বর না কমে, তখন তার বিভিন্ন ব্লাডের সমস্যা হতে পারে। টাইফয়েড জ্বর, প্যারাটাইফয়েড জ্বর, এগুলো হতে পারে। এগুলোর জন্য আপনার কিছু ব্লাডের পরীক্ষা নীরিক্ষার দরকার হয়। তখন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মেডিসিন বিভাগের যারা বিশেষজ্ঞ, মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, তাদের কাছে রেফার করি। তখন ঐখান থেকে ট্রিটমেন্ট প্রেসক্রিপশন নিয়ে আসলে ঔষধ আমরা ঐ মোতাবেক দিই। খায়লে রোগী ভালো হয়ে যায়।

প্রশ্নর্কতা:তো দাদা, আপনি বলতেছেন যে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারা প্রেসক্রিপশন করে। কিন্তু আপনি তো দিচ্ছেন। সে দেওয়াটা কি, মাধ্যমটা কি?

উত্তরদাতা:মাধ্যমটা হলো আমি প্রেসক্রিপশনের বাইরে কোন ঔষধ প্রয়োগ করবোনা আর। দিবোনা। যে কোম্পানিটা লিখছে, সেটা যদি খারাপও থাকে, সেটা বুঝবে ঐ বিশেষজ্ঞ আর রোগী। প্লাস আমার শুধু যা লেখা আছে আমি তাই দিবো। আমি ঔষধ চেঞ্জ করে দিলে হয়কি, দেখা যায় রোগীর অসুখ ভালো হলোনা। ঐ ঔষধের কাভার নিয়া ডাক্তারের কাছে পুনরায় উনি যাবে।ঐ রোগীটা যাবে। তখন ডাক্তারে বলবে আমি তো এই ঔষধ লিখি নাই। এই ঔষধ কে দিছে, তাকে আপনি বলেন। যে আমি যা লিখছিলাম, সেই ঔষধ কেন দিলোনা, তাহলে সেই তো বড় ডাক্তার। তো এই অবস্থায় বিশেষ করে আমি বাড়তি কোন ঔষধ প্রয়োগ করিনা। প্রেসক্রিপশনে যা লেখা থাকে, তাই।

প্রশ্নর্কতা:এটা হচ্ছে প্রেসক্রিপশনের ক্ষেত্রে। আপনিার কাছে প্রতিদিন যারা আসতেছে, বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে। তাদেরকে আপনি তো মুখে মুখে দিচ্ছেন।

উত্তরদাতা:আমি ঐ মুখে লক্ষন অনুযায়ী প্রাথমিক চিকিৎসাগুলো আমি দিই। যেক্ষেত্রে প্রেসক্রিপশন দেওয়ার অধিকার আমার নাই। তবে, হ্যা, আমি মেডিকেল এসিসট্যান্ট, দিতে পারি। দিতে পারি। কিন্তু যারা সরকারি ডাক্তার আছে, একমাত্র তারাই প্রেসক্রিপশন, ব্যবস্থাপত্র তারাই দিয়ে থাকে।

প্রশ্নর্কতা:তো এইযে সময়ের সাথে সাথে ধরেন দীর্ঘদিন ধরে আপনি এই আছেন। তো এক্ষেত্রে কি আপনি এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে? আপনার কি মনে হয় নাকি কমছে? বৃদ্ধি পায়ছে নাকি কমছে?

উত্তরদাতা:আমি বরাবরই দেখছি এন্টিবায়োটিকের বৃদ্ধি পায়ছে।

প্রশ্নর্কতা:কিভাবে একটু বলেন।

উত্তরদাতা:কিভাবে, প্রাথমিক আমি দেখতাম আপনার আটানব্বই, নিরানব্বই, দুই হাজারের ফ্রুক্টামোক্সাজল গ্রুপ, এটা প্রাথমিক এন্টিবায়োটিক। এখন সেই এন্টিবায়োটিকটা এখন আমরা প্রয়োগ করিনা। দেখি যে এটা কাজ কম করে। এর থেকে ভালো ঔষধ স্কয়ার নিয়ে আসছে, সিপ্রোসিন নিয়ে আসছে। আপনার প্রাথমিক অবস্থায় যেমন ঠান্ডা জ্বরের জন্য ফাইমক্সিল, এমোক্সিসিলিন এগুলো

দিয়ে দিই। কট্রিমটা দিয়ে দিই। এখন এগুলোর ইয়েটা মনে হয় আগের মতো কাজ করেনা। এখন মানুষ চায় কোনটা, পেশেন্ট চায় যেটা খেলে এন্টিবায়োটিক খায়লে আমি তাড়াতাড়ি ভালো হবো। সেই এন্টিবায়োটিক দেন। তখন আমি চিন্তা করি যে, এখানে ফাইমক্সিল কাজ হবেনা। সিপ্রোসিন, উনিও হয়তো বলবে যে, আমি সিপ্রোসিনও কাজ খাইছি। কাজ হয় নাই। হ্যা, পেশেন্টও বলে যে কাজ হয় নাই। ঐ ক্ষেত্রে গিয়ে আমি দেখেছি উপরে যে এন্টিবায়োটিকটা আছে, সেফ্রোক্সিম গ্রুপ, এজিথ্রোমাইসিন গ্রুপ, এরিথ্রোমাইসিন গ্রুপ, এগুলো তখন আমি দিয়ে দিই। দেখা যায় আমার তিনদিন চারদিন এর ঔষধ খায়লে ঐ পেশেন্টটা ভালো হয়ে যায়। তখন উনি বলবে যে, না, ইনি ভালো চিকিৎসা দেয়। আর প্রাথমিক যারা ফাইমক্সিল এগুলো দিয়ে দিছে, দীঘদিন খায়তেছে, কাজ হচ্ছেনা। তখন বুঝতে হবে যে, আসলে এই ফাইমক্সিলের যে ইয়েটা গুনগত মান এটা মনে হয় আগের মতো নাই। এখন কোম্পানির সেলস করছে, বানাচ্ছে। এটা তো আর আমরা জানিনা। কিন্তু আমরা জানি লুকায়য়া বলে ফাইমক্সিল দেন। তো আমরা ফাইমক্সিল দিই। অনেক রোগীরা এন্টিবায়োটিকের নাম বলে। অনেকেই বলে যে জিম্যাক্স ট্যাবলেট আছে? এখন আমি যদি তাকে প্রশ্ন করি জিম্যাক্স এর কাজ কি, সে কিন্তু বলতে পারবেনা। এই এন্টিবায়োটিকটা বলতে পারবেনা। জিম্যাক্সের কাজ। কিন্তু দেখা যায় আরেকজনে জিম্যাক্স খায়য়া তার ভালো হয়ছে। ঠান্ডা জ্বর কাশি ভালো হয়ছে। সেই মোতাবেক তাহলে উনি বলতেছে তাহলে আমিও জিম্যাক্স খেয়ে দেখি। এখন সে আইসা বলতেছে জিম্যাক্স দেন। মানে এখন ঔষধ বেচার ক্ষেত্রে অনেক চয়েস হয়ছে। গ্রামাঞ্চলে বেশীরভাগই টাকার অভাবে বড় ডাক্তার বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দেখাতে পারেনা। তারা আমাদের কাছে আইসা বলে, যে দাদা, আমি এই ঔষধ খাইছি। কাজ করেনা। আপনি কি ঔষধ দিবেন, আমাকে দেন। তখন আমি দেখি যে, সে তো কট্রিম ট্যাবলেট খায়ছে। ফাইমক্সিল, মোক্সাসিলিন খায়ছে। সিপ্রোসিন খায়ছে। জিম্যাক্স খায়ছে। কাজ করতেছেনা। তখন আমি হয়তো ঐ এন্টিবায়োটিক এর উপরের যে হায়ার এন্টিবায়োটিক আছে, সেটা আমি তাকে দিই। আর আট ঘন্টা থেকে দশ ঘন্টা অন্তর অন্তর। ছয় থেকে আট ঘন্টা, দশ ঘন্টা। বা এমনও আছে বারো ঘন্টা অন্তর অন্তরও দেওয়া যায়। সেগুলা খেয়ে দেখা যায় রোগী ভালো হয়ছে। এখন এন্টিবায়োটিকের ক্ষেত্রে কিছু এন্টিবায়োটিক আছে, আমি দেখলাম, একটা স্কয়ারের সিপ্রোসিন, তের টাকা , বারো টাকায় কেনা। আর কিছু কোম্পানি এখন ইদানিং কিছু নতুন কোম্পানি বের হয়ছে, সেগুলোর দাম হলো তিন টাকা, সাড়ে তিন টাকা। এখন গুনগত মান ঔষধের কিভাবে আমি বুঝতে পারি। স্কয়ারেরটা তের টাকায় কিনতে হয়। আর অন্য কোম্পানিরটা তিন টাকা হলে পাওয়া যায়। তাহলে তিন টাকা আর তের টাকার অনেক তফাত। এমতাবস্থায় কিছু কিছু এন্টিবায়োটিক এর প্রতি আমাদের আস্থা একদম হারিয়ে গেছে। যেটা এইযে আপনাকে কিছুক্ষন আগে বললাম, সতের আটার টাকায় এন্টিবায়োটিক পাওয়া যায় আবার ধরেন পঁয়ত্রিশ টাকার এন্টিবায়োটিক লাগে। অন্য কোম্পানির সেফোরোক্সিম পনের ষোল টাকায় কেনা যায়। স্কয়ারের সেফ থ্রি কিনবার গেলে এখন আপনার ত্রিশ এটা, একত্রিশ টাকা কেনা। অর্ধেক ব্যবধান। এখানে অর্ধেকের যে আমি বেশীরভাগ খেয়াল করি আমার মুল উদ্দেশ্য লভ্যাংশটা না, আমার রোগীর এটা দেখতে হবে আগে। রোগীর স্বার্থ। রোগী যদি ভালো হয়, তাহলে আমার ভালো। আমার এক রোগী ভালো হলে দেখা যায় আমি আরো দুই চার পাঁচ রোগী পাই। যে সঠিক রোগ নির্নয় করে আমি ঐ ন্টিবায়োটিকগুলা প্রয়োগ করি। মানে কোম্পানির নামগুলো আমার স্মরন নাই। তবে কিছু কোম্পানির এন্টিবায়োটিক গুলা কাজ এখন খুবই কম করে।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে আপনি বলতেছেন এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে?

উত্তরদাতা:হ্যা। এন্টিবায়োটিক এর বৃদ্ধি পেয়েছে। এবং এমনকি হায়ার এন্টিবায়োটিক আরো বাজারে আসছে।

প্রশ্নর্কতা:এবং আপনি বলতেছেন সাধারন মানুষও আইসা মুখে মুখে

উত্তরদাতা:মুখে ঔষধগুলা চাচ্ছে। আমরা দিতেছি।

প্রশ্নর্কতা:তো দাদা, এইযে আপনি ঔষধ দিচ্ছেন দীঘদিন ধরে। এই ঔষধগুলো দেয়ার ক্ষেত্রে এন্টিবায়োটিকগুলো দেওয়ার ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে কি আপনি কোন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হন কিনা। এটাকে কোন ধরনের প্রবলেম মনে করেন কিনা।

উত্তরদাতা:জ্বী। আমি নিজেই এক পেশেন্টকে জ্বরের জন্য, সে চার পাঁচদিন ধরে জ্বর। আমি কট্রিম, স্কয়ারের যে কট্রিম ট্যাবলেটটা দিছি। কট্রিম ডিএস। এই ডিএসটা খেয়ে তার শরীরে চুলকানি, এলার্জি হয়ে গেছে। হাত মুখ চোখ ফুলে গেছে। কানের লতি লাল হয়ে গেছে। এই এটা কি বলে, ওষ্ঠ মানে ঠোঁট, এগুলো ফুলে গেছে। দুই তিন দিন পরে দেখি উপরের যে স্কিনগুলা, এগুলা ক্ষত

ক্ষত ঘা হয়ে গেছে। তখন আমি বললাম যে, এরকম কেন হলো। বলে যে, আপনি এন্টিবায়োটিক দিছিলেন। কট্রিম ট্যাবলেট দিছিলেন জ্বরের জন্য। এই ঔষধ খেয়ে এটা হয়ছে। তখন আমি বললাম যে, এন্টিবায়োটিক তো রিএকশন করে ফেলছে। যে এন্টিবায়োটিকটা কট্রিম দিছি, এটা তো রিএকশন করে ফেলছে। তো এলার্জি হয় এই কট্রিমে আমি দেখছি। এলার্জি তীব্রভাবে হয়ে যায়। মানুষের চোখ হাত পা কানের লতি নাকের ডগা এগুলা লাল হয়ে যায়। তবে এলার্জির রোগীরে আমি এন্টিবায়োটিক ঐ রোগীরে দেওয়ার পরে আর এই এন্টিবায়োটিক ব্যবহার নিজে করিইনা। প্লাস জ্বরের জন্য কাউকে দিইনা। সাধারনত এমোক্সিসিলিন এগুলো দিয়ে দিই। প্যারাসিটেমল এগুলা দিয়ে দিই। কিন্তু কট্রিম ঔষধ আমি একদম বেচা বন্ধ করে দিছি। ঐ একদিন ঐযে রোগীর সাইড এফেক্ট হয়ছিল, সেই থেকে। যে এই ঔষধ মানুষের ভালো করে। এখন দেখি যে এই ঔষধ মানুষের ক্ষতিও করে। তো এলার্জির রোগী, হাপাঁনীর রোগীদের আমি এই ঔষধ ব্যবহার করিনা। তার মানে আমি এই কট্রিমটা বেচা একদম বন্ধ করে দিছি।

প্রশ্নর্কতা:তার মানে আপনি এক ধরনের সর্তকতা অবলম্বন করেন যে আমি কি ঔষধ দিচ্ছি, সেটা তার শরীরে সুট করে কিনা

উত্তরদাতা:জ্বী।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। দাদা, আপনি বলতেছিলেন যে আপনি একজন রোগীকে তার কত ডোজ, কতদিন খেতে হবে, এই বিষয়গুলি আপনি বলছেন যে, বলে থাকেন। সেক্ষেত্রে কি কোন ধরনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বা রেজিস্ট্যান্ট হয়ে যাবে এন্টিবায়োটিক দেওয়ার ফলে। এই বিষয়গুলো তাদের সাথে শেয়ার করেন কিনা।

উত্তরদাতা:হ্যা। যখন আমি প্রয়োগ করি তখন বলি যে, আপনি দুই তিন দিন পরে আইসা দেখা করবেন। দেখা করার উদ্দেশ্য তার কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিছে কিনা। উনি হয়তো যদিও বুঝতে না পারে তখন আমি একটু দেখলে বুঝতে পারবো। যে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে কিনা। যদি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থাকে তাহলে আমি ঔষধ খাওয়া বন্ধ করে দিয়ে অন্য ঔষধ দিয়ে দিই। আর যদি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া না থাকে তাহলে ডোজমতো, নিয়ম মোতাবেক ঔষধগুলো মানে চালিয়ে যেতে বলি। পাঁচদিন, সাতদিন যেভাবেই ডোজটা দিই, ঐ কয়দিন সে খায়। খাওয়ার পরে সে ভালো হয়ে যায়। ২০:০০

প্রশ্নর্কতা:তো একজন রোগীকে এন্টিবায়োটিক দিবেন কি দিবেন না, এই সিদ্ধান্তটা আপনি কিভাবে নেন?

উত্তরদাতা:আপনার এন্টিবায়োটিক এর আসলে মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কতটুকু আছে, আমার ক্ষুদ্রজ্ঞান থেকে এইটুকু অনুমান করি যে গ্রাম গহিগ্রামের মানুষ এন্টিবায়োটিক সম্বন্ধে অবগত নয়। এক্ষেত্রে যদি আমি এন্টিবায়োটিক দিই, প্রাথমিক অবস্থায়, তার রোগের লক্ষন আগে বুঝবো। যে এখানে এখানে এন্টিবায়োটিক দেওয়া যায় কিনা। অনেকে দেখছি এন্টিবায়োটিক খাওয়ার পরে বমি বমি ভাব হয়, মাথা ঝিমঝিম করে বা অনেক সময় দেখছি ডায়রিয়াও হয়ে গেছে। এরকমও হয়। তো এন্টিবায়োটিকটা রোগের লক্ষনের উপর ভিত্তি করে আমি এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ করি। কোন এন্টিবায়োটিকটা লাগবে। যে একজন মানুষ সাধারন পঞ্চাশ টাকা নিয়ে আসলো। এখন একটা এন্টিবায়োটিক এর দাম ষাট টাকা, পঞ্চাশ টাকা, পঁয়তাল্লিশ টাকা, চৌদ্দ টাকা, সাত টাকা। এখন এক্ষেত্রে তার ডোজ তো ঠিকমতো সে নিতেও পারবেনা। টাকা কম । এখন বাকী আমরা দিই। চিন পরিচিত মানুষের কাছে বাকী দিই। দিলে টাকাটা পরবর্তীতে রোগ ভালো হলে দেয়। অনেকে আবার টাকা পয়সা দেয়না। এরকম করে আমার দুই আড়াইলক্ষ টাকা বাকী আছে। ফিল্ডে। এখন এই টাকাগুলো তো আর আমার সবগুলো আমার লাভ হয় নাই। এখানে লভ্যাংশটা আমার বেশী না। আমার চালানের থেকেই ঘাটতি। তবু হতদরিদ্র অত্যন্ত নীরিহ মানুষ, গ্রামেগঞ্জের মানুষ, এই গ্রামের মানুষ সহজ সরল। তারা কেউ টাকা দেয়, কেউ দেয়না। এই অবস্থায় আমি নিজেও ক্ষতিগ্রস্ত। তবু এলাকার মানুষকে ভালোবাসি যে প্রাথমিক চিকিৎসা জানি। উনারা আমার মতো আরো অনেকে পল্লী চিকিৎসক আছে। এরা পায়। এরা দেয়। সঠিক যেটা আর যখনই একটা রোগী এন্টিবায়োটিক সম্বন্ধে তাকে ধারনা দিলে সে বুঝবেনা। গ্রামের মানুষ। এন্টিবায়োটিক সম্বন্ধে ধারনা দিলে বুঝবেনা। এন্টি শব্দের অর্থ কি, বায়োটিক শব্দের অর্থ কি, আসলে এগুলা বলার সময় আমাদের কাছে নাই। কারন এগুলা নিয়ে আমরা বেশীরভাগ অনেকেই বিশ্লেষন করেনা, আমি অনেক কোম্পানির লিটারেচার পড়ি। যখন নতুন কোন ঔষধ মার্কেটিং এ বাজারজাত করে তখন লিটারেচার আসে। লিটারেচার তখন আমি পড়ি। যে কত পারসেন্ট কাজ করে ঔষধে। কোন কোন রোগীর ক্ষেত্রে কোন কোন ঔষধ ভালো কাজ করে। এই লিটারেচারগুলা আমি পড়ি। প্লাস এন্টিবায়োটিক সম্বন্ধে আমি নিজেও বেশ অবগতই। বেশ অবগত। এগুলা নিয়ে

মাঝেমাঝে আমি নিজেও রিসার্চ করি। অভিজ্ঞ ডাক্তারমন্ডলী কিছু বই লেখালেখি করছে। এই বইগুলা পড়ি। আমি সর্বপ্রথম এম এ "বা" খান, উনি একজন বিজ্ঞ বই লেখক। ডাক্তারি এলোপ্যাথিক যে চিকিৎসা শাস্ত্রে নিয়া বই লিপিবদ্ধ করছে। এই বইটায় আমি অনেক সার্বিক সহযোগীতা পাইছি। বইয়ের মাধ্যমে। উনাকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয় নাই। কিন্তু উনার লেখা যে বইটা এটায় আমার দ্বারা অনেক উপকৃত হইছি। এখানে এন্টিবায়োটিক সম্বন্ধে আসলে সাধারন জনগনের মাঝে গল্প গুজব করার টাইম আমরা পাইনা। যখন আসে, তখন নিজেদের বিবেক আগে। বিবেকের উপর প্রশ্ন করি। ভালো ঔষধ দিলে তার রোগ ভালো হবে। আর ঔষধটা ভালো নাকি খারাপ নাকি মন্দ। কাজ করবে নাকি করবে না, সেটা আমি কিন্তু একটু হলেও অনুমান করতে পারি। এর আগে আপনাকে একটা কথা বলছি। একটা প্যারাসিটেমলের দাম আপনার যে কয় টাকা আছে, অন্য কোম্পানির প্যারাসিটেমলের সাথে তুলনা করলো দুই রোগীরে দুই কোম্পানির প্যারাসিটেমল দিলাম। যেটা অরিজিনাল প্যারাসিটেমল দিলাম, বেক্সিমকো কোম্পানি বা এইচ, স্কয়ার কোম্পানি। এই রোগীরে দিলে রোগটা ভালো হয়ে আসছে তাড়াতাড়ি। আবার অন্য একটা কোম্পানি, সেই কোম্পানির প্যারাসিটেমল পাঁচদিন সাতদিন খায়তেছে, তার রোগ ভালো হয়তেছেনা। এক্ষেত্রে বোঝা যায় কোন কোম্পানির প্যারাসিটেমলটা ভালো কাজ করে কি করেনা। এখন যার করে নাই সে হয়তো আমাকে বলবে ডাক্তার, আমার এলাকায় একই এলাকার রোগী আসছিলাম দুইজন। আপনি এই ঔষধ তারে দিছেন, সে ভালো হয়ছে। এই ঔষধ আপনি আমাকে দিছেন। কিন্তু আমার তো ভালো হয় নাই। তখন আমি কিন্তু বুঝতে পারতেছি, এই কোম্পানির ঔষধটা, প্যারাসিটেমলটা তেমন একটা মানুষের দেহের ভিতর যে কার্যক্ষমতা, সেটা নাই। তো চিন্তাভাবনা প্রথমে করি। ভালো ঔষধ, কিছু ভালো ঔষধ দেওয়ার জন্য। এলাকার মানুষ ২৫:০০

প্রশ্নর্কতা: সেক্ষেত্রে দাদা, লক্ষনের কথা বলতেছিলেন। কি লক্ষন দেখে আপনি তাকে প্রেসক্রাইব করবেন যে, তাকে এন্টিবায়োটিক দিবেন?

উত্তরদাতা:সে যদি আইসা বলে যে আমার তিনদিন ধরে জ্বর আসছে। তখন আমরা জ্বর মাপি। সেটা হলো থার্মোমিটার দিয়ে। জ্বরের যে ফরেন হাইট বডি আছে, আটানব্বই ডিগ্রী সাতানব্বই ডিগ্রী পর্যন্ত মানুষের স্বাভাবিক তাপমাত্রা। এক্ষেত্রে বাচ্চা যে মায়ের বুকের দুধ খায়, এমন বাচ্চাদের তাপমাত্রাটা একটু বেশী থাকে। তো বয়স্ক যারা আসে জ্বর নিয়ে, পাঁচদিন সাতদিন জ্বর। কোন ঔষধপাতি খায় নাই। তো এমতাবস্থায় আমরা জ্বর মাপি। হ্যা, দেখা যায় জ্বর থার্মোমিটারে একশো তিন একশো চার। একশো পাঁচ পর্যন্ত আসে। তখন জ্বরের লক্ষন বুঝে আমি বলি জ্বরতো একশো চার ডিগ্রী। আপনার কি বমি হয়, মাথা ঘুরায়, হাত পা ঝিমঝিম করে? দুর্বল হয়ে গেছেন? যদি এগুলো বলি, রোগী বলে যে, হ্যা, এগুলো হয়। তখন ঐ ক্ষেত্রে চিকিৎসা যেটা, সেটা মনে করেন যে জ্বরের যে তীব্রতা, তাপমাত্রা বেশী। সে তাপমাত্রা কিন্তু স্বাভাবিক প্যারাসিটেমল এ যাবেনা। সেক্ষেত্রে এন্টিবায়োটিক আমাকে প্রয়োগ করতেই হবে। তখন এন্টিবায়োটিকের ডোজ তো সিপ্রোসিনই দিই আর এজিথ্রোমাইসিন, জিম্যাক্সই দিই। তো এক্ষেত্রে ঐ আট ঘন্টা ছয় থেকে আট ঘন্টা অন্তর অন্তর পাঁচদিন, সাতদিন ডোজ দিলে সে দেখা যায় ভালো হয়ে গেল। আবার অনেকে জ্বর বেশী হলে বমি হয়। প্রস্রাবটা হলুদ হয়ে যায়। এক্ষেত্রে আমি জিজ্ঞেস করি যে আপনার কি প্রস্রাব হলুদ হয়, বলে, হ্যা, হয়। তার মানে জ্বরের মধ্যে তার শরীরে পানি শুন্যতা দেখা দিচ্ছে। পানি কম খাচ্ছে বিধায় তার এই প্রস্রাব এর কালারটা চেঞ্জ হয়ছে। তখন বলে দিই আপনি প্রচুর পানি খাবেন। শরবত খাবেন। ডাবের পানি খাবেন। এগুলো খেলে প্রস্রাব এর জ্বালাপোড়া বা প্রস্রাব হলুদ হওয়া এগুলো সব দূও হয়ে যাবে। তো নিয়মমাফিকভাবে যারা ঔষধ খায়, তারা ভালো হয়।

প্রশ্নর্কতা তো দাদা, ঔষধের প্রাইস নিয়ে কথা বলছিলেন। একেকটা এন্টিবায়োটিকের একেকটা প্রাইস। তো একজন ভোক্তা, একজন কাষ্টমার, একজন রোগী যখন আসে, যে ঔষধটা কিনতেছে পয়সা দিয়ে। সে পরিমান লাভবান কি উনি হচ্ছে, আপনার কাছে কি মনে হয়?

উত্তরদাতা:আমার কাছে এটা মনে হয়, যদি সে ভালো এন্টিবায়োটিক ভালো ঔষধ নেয়, এক্ষেত্রে আমার নাইন্টি পারসেন্ট বিশ্বাস, এই মেডিসিনে এই রোগ ভালো হবে। আবার কিছু মেডিসিন আছে যেগুলো খাযয়া চারদিন পাঁচদিন সাতদিন খায়ছে। কিন্তু ভালো রেজাল্ট আসে নাই। সেক্ষেত্রে আমিও আমার একটা অভিজ্ঞতা হয়, লোকে যখন অন্য দোকান থেকে বা অন্য এলাকা থেকে কাভার নিয়ে আসে বা খাপ নিয়ে আসে যে এই ঔষধগুলো খাইছি, কাজ করে নাই। তার মানে ঐটা আমার মেমোরিতে থাকে বা আমি এটা নোট করে রাখি যে এই ঔষধগুলা মানুষের এই রোগের জন্য কাজ করেনা। এটা আমার আলাদা একটা এক্সপেরিয়েন্স হয়। আর

আমি যখন দিই, তাকে ভালো ঔষধ দিলে এখানে ভালো সৎপথের কথা আমি বলি। যারা সৎ পথে থাকে, এদের ক্ষেত্রে ভালো ঔষধ সবসময় চিন্তাভাবনা করে। তবে, হ্যা, রোগীরা তো না বুঝে কিন্তু আসতেছে। এক্ষেত্রে আমি বুঝি, যাই কিছু বুঝি, এই বোঝার মাধ্যমে

প্রশ্নর্কতা: এন্টিবায়োটিকের যে দাম এটা কি সাধারন মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিকের যে দামটা, একেক কোম্পানির একেক দাম। কিন্তু সাধারন পাবলিক সাধারন যে পেশেন্টগুলো, এগুলো কিন্তু তারা বুঝেনা। তারা তো আর জানেনা যে কোন কোম্পনির এন্টিবায়োটিকের কিরকম দাম হবে। এখন তারা যে টাকা পয়সা নিয়ে আসে, এই টাকাপয়সার উপর ভিত্তি করে এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ করলে দেখা যায়, হয়তো এন্টিবায়োটিক নাম ঠিক আছে্ কিন্তু গুনগতমান একটু কম। যেমন আমার এক পেশেন্ট এখন আসলো। আপনার পেইন কিলারের জন্য। সম্ভবত উনার হাঁটুতে ব্যথা কিংবা কোমরে ব্যথা। এখন যে পেশেন্টটা আসছে সে বলছে, আমাকে আগের ট্যাবলেটটা দেন। আমি আগের ট্যাবলেট বলতে আমি এটাই বোঝাচ্ছি যে উনি আমার কাছে সোমাটেক কোম্পানির ন্যাপ্রোলেক্স, যেটা ন্যাপ্রেসিন, পাঁচশো এবং ইমোপ্রাজল গ্রুপ টুয়েন্টি পারসেন্ট গ্যাষ্ট্রিক এবং ব্যথা দুনোটাই আছে। দাম হলো দশ টাকা। কিন্তু উনি আমাকে বলতেছে, যে আমাকে এই ঔষধ দেন। আমি বলছি নাই। অন্য ঘরের থেকে নিতে চাচ্ছে কিন্তু সেই মতো কাজ করেনা। অন্য কোম্পানির। মানে সেই সোমাটেকের যে ন্যাপ্রোলেক্স এর মতো কাজ করেনা। এখন সে এক্ষেত্রে রোগীটা আমাকে বলছে, সে ঔষধ ছাড়া তো আমার কাজ হচ্ছেনা। তখন আমি বলছি ঠিক আছে। আমি কোম্পানির কাছ থেকে ব্যবস্থা করে আপনাকে দিয়ে দিতেছি। এই। আর কিছু না।৩০:০০

প্রশ্নর্কতা:তাহলে এন্টিবায়োটিক যেটা, সেটা কি মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে আছে?

উত্তরদাতা:না। আমার মনে হয়, হ্যা, তবে সাধারন, গ্রামের ভিতরে যে কৃষি নির্ভর এলাকা, এইক্ষেত্রে অনেকের কৃষি জমি নাই। পরের জমি চাষাবাদ করে তার জীবন নির্বাহ করছে। কিন্তু আর্থিক সংকটের কারনে তার অনেক এন্টিবায়োটিক, যেগুলো দাম হাই, যেমন ষাট টাকা, পঁয়ষট্টি টাকা। প্রতিদিন ডোজ দুইটা, তিনটা। এখন এক্ষেত্রে তার ঐ ক্রয় ক্ষমতার বাহিরে। বাহিরে চলে গেছে। হয়তো ঋন দেনা করে তার এন্টিবায়োটিকগুলা কিনতে হয়। কিন্তু স্বাভাবিক কাজ কোন, কৃষি কাজের উপর নির্ভর করছে, তার এই সাতদিন আটদিন এন্টিবায়োটিকগুলো খায়লে অনেক টাাকর প্রয়োজন। দিন মজুর লোকের খুবই কষ্টসাধ্য। মানে কষ্টসাধ্যের মধ্যে পড়ে গেছে। তো এভাবে এখন রিকোয়েষ্ট করলেও তো কাজ হবেনা।

প্রশ্নর্কতা তো মানুষ যে অপনার কাছে আসে, তারা এন্টিবায়োটিকটা, এইযে টাকার কথা বললেন যে টাকার সমস্যা বা এটা। তখন কতটুক নেয়, কিভাবে নেয়, একটু বলেন।

উত্তরদাতা:এখানে অনেক আমি মেডিসিন দিবার গেলেও, ঐ এন্টিবায়োটিকটা দিবার গেলেও আমি মনে মনে হাসি। কেন হাসি, সে টাকা নিয়ে আসছে একশো। ঔষধ চাচ্ছে পাঁচদিনের। এখন আমি যদি তাকে পাঁচদিনের দিই, আমি লস খেয়ে যাই। অনেক রোগী আছে, টাকা দেয়না। টাকা না দেওয়ার কারনে এখন আমার তো দোকান। রোগী একা, সেক্ষেত্রে রোগী আরো দশ বারোজন আসলে আমি নগদ টাকায় বিক্রি করতে পারবো। এখন আমি, তখন রোগী আমাকে বলে যে আমি একশো টাকা নিয়ে আসছি। আমাকে একশো টাকার বুঝায় দেন। যে কয়দিন খাই, ফুরালে আবার নিমু। ফুরালে আবার নিবো। তো আপনি আমাকে একশো টাকার বুঝায় দেন। এইতো।

প্রশ্নর্কতা:এই একশো টাকার ঔষধ শেষ হলে কি আবার আসে তারা কিনতে?

উত্তরদাতা:অনেক সময় রোগ ভালো হয়ে গেলে রোগ ঐযে একশো টাকার বুঝ দিলাম। ঐ একশো টাকার বুঝে যদি রোগীটা ভালো হয়ে যায়, উনি আর আসেনা।

প্রশ্নর্কতা:তো তাহলে কি তার পুরো ডোজটা শেষ হলো?

উত্তরদাতা:না। পুরো কোর্সটা শেষ হয় নাই। দেখা যায় এক সপ্তাহ পনের দিন পর আবার উনার ঐ একই অবস্থা। কিন্তু এখানে টাকা পয়সারও সমস্যা। আবার আপনার ঔষধ তো নিয়মিত খায়তে হবে। ফুল কোর্স না খেলে রোগ ভালো হবেনা। তো এই আরকি।

প্রশ্নর্কতা: তো আপনার কাছে যখন রোগীরা আসে, তখন কি আপনি এই অন্যান্য ঔষধ দেয়ার চেয়ে এন্টিবায়োটিককে বেশী প্রাধান্য দিয়ে থাকেন নাকি কি করেন?

উত্তরদাতা:প্রেসক্রিপশনের মধ্যে যখন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার প্রেসক্রিপশন করে, তখন প্রেসক্রিপশনের মধ্যে যতগুলো ঔষধ আছে, সবগুলোর মধ্যে আমার সমান প্রাধান্য দিই। আমি

প্রশ্নর্কতা:আপনি যখন একজনকে ঔষদ দিচ্ছেন, ধরেন এখন একজন রোগী আসলো। তাকে আপনি চিকিৎসা দিবেন। এই চিকিৎসা দেওয়অর ক্ষেত্রে কি আপনি তাকে প্রথমে এন্টিবায়োটিক দেন নাকি কি করেন আপনি?

উত্তরদাতা:না। প্রথমেই এন্টিবায়োটিক দিইনা। এখন যে রোগীটা আসছে, এটা হচ্ছে পেইন কিলারের, পেইনের রোগী। সম্ভবত আর্থ্রারাইটিসের রোগী। এখানে এন্টিবায়োটিক না দিলেই ভালো হয়। তবুও যদি প্রয়োজন বোধে আমি এন্টিবায়োটিক দিই। প্রয়োগ করি সেখানে।

প্রশ্নর্কতা:সেক্ষেত্রে কি সাধারন ঔষধের চেয়ে এন্টিবায়োটিককে বেশী গুরুত্ব দেন আপনি?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এন্টিবায়োটিক এর বেশী। তো অন্যান্য যে অন্যান্য ঔষধ দুই তিন আইটেমের দিই, সেক্ষেত্রে এন্টিবায়োটিক রোগের উপর লক্ষন, রোগীর রোগের লক্ষন বুঝে এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ করি। হ্যা, এন্টিবায়োটিক এর উপরেই বেশী জোর দিই। কারন যেহেতু রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এন্টিবায়োটিক এর আছে। সেখানে এন্টিবায়োটিক দিতেই হবে।

প্রশ্নর্কতা: কেন দেন? দেওয়ার উদ্দেশ্যটা কি? আমরা বলতেছিলাম যে আপনি এন্টিবায়োটিক যে বেশী দেন, এটার উদ্দেশ্যটা কি? কি কারনে এন্টিবায়োটিক তাকে প্রথমেই দিচ্ছেন? আপনার টার্গেট কি থাকে?

উত্তরদাতা:আমার টার্গেট থাকে হিউম্যান বডিতে অনেক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বলতে একট শব্দ আছে। এন্টিবায়োটিক এ কাজটা হলো রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। এন্টিবায়োটিকের মেইন উদ্দেশ্য হলো আমার দেহের ভিতরে মানব দেহের ভিতরে যে কোষগুলোর সমস্যা হয়, বিভিন্ন জায়গায় হতে পারে। দেহের বিভিন্ন জায়গায় হতে পারে। তো এন্টিবায়োটিক না দিলে তার রোগটা র্দীঘ টাইম লাগে। সারতে সময় লাগে। আর এন্টিবায়োটিকটা দিলে তাড়াতাড়ি সারে। তার মানে এন্টিবায়োটিক এর কাজ হলো রোগ প্রতিরোধ তাড়াতাড়ি মানে রোগীকে সুস্থ করা। আমার বডির মধ্যে দেখা যাচ্ছে আমার ফাংগাস ইনফেকশন হলো। ব্যাক্টেরিয়া আক্রান্ত করলো। ছত্রাকে আক্রান্ত করলো। এক্ষেত্রে সাধারন যে মেডিসিনগুলো আমরা প্রয়োগ করি আসলে এক্ষেত্রে এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ করি। কম বেশী প্রয়োগ করি। যদি সামান্যতম থাকে তাহলে এন্টিবায়োটিক দিইনা। আর যদি দেখা যায় সমস্ত দেহটাই ছত্রাকে, ভাইরাসে, ব্যাক্টেরিয়ায় আক্রান্ত করছে। এক্ষেত্রে এন্টিবায়োটিক তাকে দিতেই হবে। আবার ফুড পয়জনিং থেকে ডায়রিয়া হয়ে গেল। এখন ডায়রিয়ার যে মেট্রোনিডাজল ঔষধ ট্যাবলেটগুলা, ডোজ দিলাম, খায়লো। ভালো হয়না। বুঝতে হবে তার এন্টিবায়োটিক লাগবে। প্রাথমিক অবস্থায় ডায়রিয়া নিয়ে আসলো। তিনের অধিক হলেই তো পাতলা পায়খানা ডায়রিয়া বলে আখ্যায়িত। তো দেখা যায় ডায়রিয়া থেকে অনেকের কলেরা হয়ে যায়। কলেরার ক্ষেত্রে ডায়রিয়ার ক্ষেত্রে এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করতে হবে। বয়স অনুপাতে। বাচ্চাদের সিরাপ আকারে বের হয়ছে বিভিন্ন কোম্পানির। আর যাদের বয়স মোটামুটি ট্যাবলেট খাওয়ার উপযোগী, তাদেরকে ট্যাবলেট দিই। এখন ডায়রিয়ার ক্ষেত্রে আসে আপনার মেট্রোনিডাজল ঔষধ যেটা আমরা ব্যবহার করি, প্রাথমিক অবস্থায় দিই। যে ঘন ঘন পাতলা পায়খানা হচ্ছে, এমতাবস্থায় আপনার মেট্রোনিডাজল গ্রুপের ঔষধ দিই। দেখা যায় খায়লো, কাজ করেনা। বা কাজ করে আবার হয়। এরকম। যদি দেখা যায় তিনের অধিক পাতলা পায়খানা হয়, তাকে মুখে খাওয়ার যে স্যালাইনগুলো আছে, ওআরএস, এসএমসির স্যালাইনগুলো। সাথে সিপ্রোসিন এগুলো দিই। তারপরেও যদি রোগীটা একান্তই কলেরার ভাব হয়ে যায় তখন যে কলেরার স্যালাইনগুলা বাজারজাত করছে, বিভিন্ন কোম্পানি। এখন তো এক কোম্পানির কথা বললে, দেখা যায় ঐ কোম্পানি আমাকে কিছু ইয়ে করছে। সেম্পল দিছে। এজন্য ঐ কোম্পানির এডভার্টাইজ। তা না। বিভিন্ন কোম্পানি কলেরার

স্যালাইন বাজারজাত করছে। সেক্ষেত্রে আইবি তাকে স্যালাইন, দ্রুত স্যালাইন দিতে হবে। কেন, রোগীটা আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। চোখ গর্তে বসে গেছে। জিহবা নড়াচড়া করতে পারছেনা। খাওয়া দাওয়া করতে পারছেনা। বাই মাউথ মুখে যদি খাবার পায়, তাহলে আমরা মুখে যে খাবারের স্যালাইনগুলো আছে, রাইস স্যালাইন আছে, এসএমসির ওর স্যালাইন আছে। এগুলোই দিই। যদি রোগীটা দুর্বল হয়ে যায়, স্যালাইন খাওয়ালে দেখা যায় বমি করে ফেলে দেয়। বা খেতে চায়না। সেক্ষেত্রে আমরা আইবিএর স্যালাইন বা কলেরার স্যালাইন

প্রশ্নর্কতা:সেটা দিয়ে থাকেন।

উত্তরদাতা:ডায়রিয়ার স্যালাইন ঐগুলা দিয়ে দিই। ঐক্ষেত্রে আপনার মেট্রোনিডাজল ইনফিউশন, যেটা সাথে আপনার সিপ্রোসিনও ঐরকম আছে। সিপ্রোফ্লক্সাসিনও আছে। বিভিন্ন কোম্পানির। এগুলো দিই। দেখা যায় ভালো একটা রেজাল্ট আসছে। দুই তিন দিনের মধ্যে রোগীটা শক্তিশালী হয়ে গেছে। ধরেন তার যে শরীরের থেকে পানি শুন্যতার পুরন হয়ছে সেগুলো, স্যালাইনটা দেওয়ার পরে সেই পানিশুন্যতা পূরন হয়ছে। আপনার রোগ জীবানুকে ধ্বংস করার জন্য এন্টিবায়োটিক পাইছে। আপনার খাবারের থেকে যদি ডায়রিয়া হয়ে যায়, মেট্রোনিডাজল দিই। সিপ্রোসিন দিই। এন্টিবায়োটিক দিই। যদি মুখে খায়তে পারে তারজন্য মুখে খাওয়ার যে ঔষধগুলো, সেগুলো দেওয়া হয়। আর যদি একান্তই মুখে ঔষধ না খায়তে পারে সেক্ষেত্রে আমরা স্যালাইন পুশ করি।

প্রশ্নর্কতা:অন্য ঔষধের সাথে এন্টিবায়োটিক এর পার্থক্য কি?৪০:০০

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক এর পার্থক্য এটাই প্রাথমিক অবস্থায় এন্টিবায়োটিক দেওয়া হয়না। একান্তই প্রয়োজন বোধে এন্টিবায়োটিক ব্যবহার হয়। যেটা আপনার কিছু কিছু রোগ আছে, সে রোগের ক্ষেত্রে এন্টিবায়োটিক এর কাজটা দ্রুত গতিতে করে। এন্টিবায়োটিক এর কাজটা দ্রুত গতিতে করে। এখন এন্টিবায়োটিক দিলাম না। ঔষধ চারদিনের পাঁচদিনের ডোজ দিলাম এন্টিবায়োটিক ছাড়া। রোগীটা ঐ আগের মতোই। বা কিছুটা কম। তখন আমি বুঝতে পারি যে এখানে এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ করতে হবে। এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ করি। দেখা যায় রোগীটা ভালো হয়ে গেছে। তাহলে চারদিন ধরে যে রোগীটা একটু নার্ভাস ছিল, সেক্ষেত্রে দেখা যায় এন্টিবায়োটিক দেওয়ার পর রোগীটা শক্তিশালী হয়ে গেল। তার মানে এন্টিবায়োটিক এর অভাব ছিল। সেক্ষেত্রে আমি এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করা যায়। আমরা গ্রামে যে চিকিৎসাগুলি দিয়ে থাকি সাধারনত, এই প্রাথমিক চিকিৎসা।

প্রশ্নর্কতা:অন্য ঔষধের যেটা সেটা এন্টিবায়োটিক, দুইটা দুই, আপনি দুনোটা করেন। তাহলে এটার পার্থক্যটা কি?

উত্তরদাতা:পার্থক্যটা এটাই। আপনার এখন প্রশ্ন করতে পারেন যে আপনি অন্য ঔষধের সাথে এন্টিবায়োটিক কেন দেওয়া হয় এবং এটার পার্থক্যটা কি? এখন আমি এন্টিবায়োটিক ছাড়া একটা রোগীর চিকিৎসা দিলাম। সেক্ষেত্রে রোগীটার রোগ সারতে সময় লাগতেছে। বা ভালো হচ্ছেনা। বোঝা যাচ্ছে ভালো হচ্ছেনা। এদিকে টাকা পয়সার ব্যাপার স্যাপার। গরীব মানুষ। গ্রামাঞ্চলের মানুষের টাকা পয়সার অভাব। এক্সেত্রে দেখা যায় চার পাঁচদিনের অন্য ঔষধ প্রয়োগ করলাম, রোগীটা ভালো হলোনা। রোগীও ক্ষতিগ্রস্থ হয়তেছে রোগ নিয়ে। টেনশন ভোগ করতেছে। হায়, আমার না জানি কি হয়ে গেছে। আর আমি মনে করতেছি, রোগীটা কেন ভালো হচ্ছেনা। সেক্ষেত্রে আমি দেখি আমি তো এন্টিবায়োটিক তাকে দিই নাই। এখন নির্বাচন করি কোন এন্টিবায়োটিক দিলে এই রোগীর মনে হয় ভালো হবে। মনে হয়। সেক্ষেত্রে আমি এন্টিবায়োটিক দিই।

প্রশ্নর্কতা:সাধারন মানুষজন কি প্রেসক্রিপশন ছাড়া এন্টিবায়োটিক নিতে আসে।

উত্তরদাতা: সাধারন মানুষ প্রেসক্রিপশন ছাড়া এন্টিবায়োটিক অনেকের মুখে মুখেই আপনার গ্রামের এখন চিকিৎসা সহজ সরলা হয়ে গেছে। অনেকেই ঔসধ চায়য়া নেয়। সেটা এন্টিবায়োটিক নাকি কি, সেটা সে বুঝতে পারেনা। দেখা যায় মুখেই বলে

প্রশ্নর্কতা:কিভাবে?

উত্তরদাতা:একজনের খায়য়া ভালো হয়ছে। ঐ আমার এই সমস্যা হয়ছিল, তোরও তো এই সমস্যা। তো আমি এই ঔষধ খাইছি, আমি ভালো হইছি। এখন সে আমার কাছে আইসা বলতেছে, ভাই, এই ঔসধ আছে? তখন আমি যদি থাকে, বলি, হ্যা, আছে। তাকে আর প্রশ্ন করার সুযোগ থাকেনা যে আপনি কেন খাবেন? এটা তো এন্টিবায়োটিক।

প্রশ্নর্কতা:আপনি কি দিয়ে দেন?

উত্তরদাতা:হ্যা। তখন আমার তো দিয়ে দিতে হয়। সাধারন মানুষ বুঝে না যে, এটা এন্টিবায়োটিক নাকি অন্যকিছু। তখন আমি বুঝতেছি এটা এন্টিবায়োটিক।

প্রশ্নর্কতা:দাদা, আমরা এখন একটু এটার রিস্ক ইস্যুগুলো শুনবো। এন্টিবায়োটিক কি মানুষের রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে কার্যকর ভুমিকা পালন করে?

উত্তরদাতা:হ্যা। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার কার্যকারিতা ভুমিকা পালন করে। এবং এন্টিবায়োটিক ছাড়া বিশেষ কিছু রোগ আছে ভালো হয়না। এন্টিবায়োটিক বডিতে ঢুকাতেই হবে। যে কয়দিনের ডোজই হোক, আপনার বড় ধরনের এবসেস, গ্যাংগ্রিন হয়ে গেছে। এখন এক্ষেত্রে যদি আপনি প্যারাসিটেমল দেন, কাজ করবেনা। আপনি ড্রেসিং করতেছেন, ঠিক আছে। বা আপনার এন্টিহিস্টামিন দিয়ে চিকিৎসা দিতেছেন। এক্ষেত্রে কিন্তু কাজ করবেনা। সেক্ষেত্রে আপনার এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ করতেই হবে। হানড্রেড পারসেন্ট আমি শিওর।

প্রশ্নর্কতা:কোন গ্রুপের ঔষধগুলো কাজ করে বেশী?

উত্তরদাতা:এবসেস, গ্যাংগ্রিন এর কথা বললাম। আমরা আমরা গ্রাম্যভাষায় বলে ফোঁড়া। ফোঁড়া বলে। এই ফোঁড়ার ইনফেকশন যেগুলো হয়, এই ইনফেকশন দূর করার জন্য তাকে ফ্লুকক্সাসিলিন গ্রুপের মেডিসিন ছয় ঘন্টা অন্তর অন্তর পাঁচদিন সাতদিন খেতে হবে। আপনি ড্রেসিং করতেছেন কিন্তু এন্টিবায়োটিক দেন নাই। এই রোগীর রোগ সারতে সময় লাগবে। ড্রেসিং এ রোগ ভালো হবে। আপনার যে ইনফেকশনগুলো আছে, এগুলো আপনি বের করে দিলেই আপনার সময় লাগবে। কিন্তু এন্টিবায়োটিক দিলে রোগীটার অল্প দিনে রোগীটা ভালো হয়।

প্রশ্নর্কতা:যেমন সেক্ষেত্রে আপনি কোনটা কোনটা দেন?৪৫:০০

উত্তরদাতা:প্রাথমিক তো ফ্লুকক্সাসিলিন দিবো। তারপর আপনার সিপ্রোফ্লক্সাসিলিন দেওয়া যায়। সেফালিক্সিন গ্রুপ আগে ছিল। এখনও আছে। নরম কোষ ত্বকের জন্য সেফালিক্সিন গ্রুপ কমন একটা ড্রাগ। তারপর আপনার দেখা যায় ফ্লুকক্সাসিলিন পাঁচদিন খাওয়ালাম। ঘা টা তাড়াতাড়ি শুকাচ্ছেনা। এক্ষেত্রে আপনার সেফোরোক্সিম গ্রুপ যেকোন কোম্পানির। এগুলো আমরা নির্বাচন করি বেশীরভাগ ভালো কোম্পানির ঔষধ। একটা গ্রাম্য ভাষায় কথা বলে। নিয়মিত ঔষধ খেলে ঔষধ, আর অনিয়মিত ঔষধ খেলে বিষ। অনিয়মিত খায়লে বিষ। অনিয়মিত খেলে বিষ। এখন সকালের ডোজটা আপনি যদি সন্ধ্যায় খান তাহলে আপনার ডোজ পড়তেছে একটা। এক্ষেত্রে রোগ ভালো হবেনা। হবে, সময় লাগবে।

প্রশ্নর্কতা:এটাকে আমরা কি বলি? আপনাদের ডাক্তারি ভাষায় কি বলে?

উত্তরদাতা:ডাক্তারি ভাষায় কি বলে, আমি তো আর বিশেষজ্ঞ না। তবে আমরা যে গ্রামে থাকি, গ্রাম্য ভাষায় বলে কি, তুমি তো ঠিকমতো ডোজ খাওনা, এজন্য তোমার রোগ সারতে দেরী হচ্ছে। তাহলে নিয়মিত ঔষধ খায়তে হবে। যেটা তিনবেলা, দুইবেলা সেই নিয়ম মোতাবেক পাঁচদিন সাতদিনের যে কোর্স থাকে, সেগুলা খায়তে হবে। পরবর্তীতে সে রোগীটা দেখা যায় তার কথামতো বা পল্লীচিকিৎসকের কথামতো সে ডোজটা কভার করলো। দেখা যায় ডোজও শেষ। ঔষধ খাওয়া শেষ। তার রোগটাও ভালো হয়ে যায়। এখন এক্ষেত্রে কিছু কিছু রোগী আসে আমাদের কাছে যে, সহজে ঔষধ নিতে চায়না। সেক্ষত্রে আমরা কোন পরার্মশ দিতে পারিনা। পরার্মশ এক জিনিস। আর ঔষধ যেটা দেহে গিয়ে রোগ প্রতিরোধ করবে, সেটা আরেক জিনিস। এখন সে ঔষধ নিতে

চায়না, সে পরার্মশ নিতে চায়। পরামর্শে তার রোগ সারবেনা। এক বিশেষজ্ঞের কাছে গেলাম। বা এক রোগী গেল। দেখা যায় পাঁচশো টাকা ভিজিট দিয়ে প্রেসক্রিপশন করে আনলো। আইসা সে ঔষধ সে কিনে নাই। এই ডাক্তার তো দেখাইছি। গ্রামের ভাষায় বলতেছি। গ্রাম্য পেশেন্টের কথাটা ভিত্তি করে কথাটা বলতেছি। অনেকে বলে এই, একমাস দুইমাস তিনমাস কেন ঔষধ খাবো। আমি সাতদিন খাবো, হারলে হারবো, না হারলে না হারবো। এই ধরনেরও পেশেন্ট আমাদের কাছে আসে। তো বেশীরভাগ গ্রামের পেশেন্টগুলা আসে, শিশু থেকে বৃদ্ধ আবালভনিক সবাই আসে। শিশুতো শিশু। সে তো কথা বলতে পারেনা। বিভিন্ন সমস্যা, ঠান্ডা জ্বর কাশি সর্দি, দেধা যায় শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট, ডায়রিয়া হচ্ছে, বমি হচ্ছে। বা পায়খানা ডিসেন্ট্রি আমাশয় হচ্ছে। বাচ্চাদের। এগুলা প্রতিনিয়ত সিজন অনুযায়ী। ঋতু চেঞ্জ হলে ঋতু পরিবর্তনের কারনে অনেক শরীরে জীবানু ঢুকে যায়। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে। আর যখন একটা পেশেন্ট আসবে, কথা বলবে, সে বুঝাতে পারবে যে আমার পায়খানার এই সমস্যা। মল যাচ্ছে, মিউকাস যাচ্ছে। পায়খানার সাথে বিজল বিজল মল মল আসছে। মলের কালার আসছে। তো এক্ষেত্রে সে বুঝাতে পারে। ঔষধ আমরা ঐভাবে তাকে দিই।

প্রশ্নর্কতা:বাচ্চাদের কিভাবে দেন?

উত্তরদাতা:বাচ্চাদের ক্ষেত্রে তার যে অভিভাবক আছে, মা, বিশেষ করে মাকে প্রাধান্য দিই। মা কে বলি আপনি তো সর্বক্ষনই সন্তানকে যত্ন করতেছেন, সেবা করতেছেন। আপনার বাচ্চার পায়খানার কালার কেমন, পায়খানার ধরন কেমন বা দিনে কয়বার পায়খানা হয়? সেগুলোর কি অবস্থা? তখন বলে যে পায়খানা কি চাকা চাকা,ভুষা ভুষা, ছেফ ছেফ, মল মল আর যে খাবারই খাওয়াই, বুকের দুধ বা বাড়তি খাবার খাওয়াই। সেগুলো বমি হয়। সে বমিটা অনেক সময় পাতলা হয়, অনেক সময় ঘন হয়। অঅবার পায়খানার ক্ষেত্রে দেখা যায় পায়খানা হজম শক্তি খুব কম। তো এগুলো মা আমাদের, শিশুর মা আমাদের বলে। সেই মোতাবেক শিশুর মায়ের উপর ভিত্তি করে আমরা প্রাথমিক চিকিৎসাগুলো দিয়ে থাকি।

প্রশ্নর্কতা:এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স বিষয়টা কি?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিকটা, আসলে এন্টিবায়োটিক এর গুনাগুন, উপকারিতা এটা বলে শেষ করা যাবেনা।

প্রশ্নর্কতা:আপনি একটু আগে বলতেছিলেন যে ঔষধ নিয়মিত খেলে আর না খায়লে বিষ। আর খায়লে

উত্তরদাতা:ঔষধ নিয়মিত খাওয়া হয়, তাহলে ঔষধ আর অনিয়মিত খায়লে সেটা বিষ। ৫০:০০

প্রশ্নর্কতা:তাহলে এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্সটা কি?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক এর রেজিস্ট্যান্স, এন্টিবায়োটিক বলছে আমাকে নিয়মিত খায়তে হবে। আমি ছয় থেকে আট ঘন্টা অন্তর অন্তর কাজ করবো। আট ঘন্টা পর কিন্তু না খায়লে আমি আর কাজ করবোনা। এন্টিবায়োটিক বলছে যে আমার কার্যক্ষমতা এক থেকে ছয় ঘন্টা বা আট ঘন্টা। এখন পুনরায় আপনার ডোজ খেতে হবে। এখন এন্টিবায়োটিক বলছে যে আমি আট ঘন্টা কাজ করবো। আট ঘন্টা পর যদি আপনি ডোজ না খান তাহলে কিন্তু আমার আর কার্যকারীতা থাকবেনা। সেক্ষেত্রে আপনার এন্টিবায়োটিক পুনরায় খেতে হবে। এখন এন্টিবায়োটিক এর ডোজটা অনেক গ্রুপই আছে এন্টিবায়োটিক এর। যেগুলা গ্রুপ এর শেষ নাই। কোম্পানিরও শেষ নাই। আপনার ফার্মাসিউটিকেল, এলোপ্যাথিক ফার্মাসিউটিকেলের এন্টিবায়োটিক হাজার হাজার কোম্পানি বের করছে।

প্রশ্নর্কতা: এন্টিবায়োটিক এইযে রেজিস্ট্যান্টের কথা বললেন, এটা বন্ধ করার জন্য কি করতে পারি? এইযে তারা খাচ্ছেনা বা বডিতে নিয়মিত না খাওয়ার ফলে ঔষধটা কাজ করছেনা

উত্তরদাতা:নিয়মিত কথাটা, প্রশ্নটা খুব সুন্দর প্রশ্ন। যে এক্ষত্রে আমরা তো আর রোগীর বাড়িতে যায়য়া দেখাশুনা করতে পারিনা। না পারি?

প্রশ্নর্কতা:না।

উত্তরদাতা:পারিনা। সেক্ষেত্রে আমরা রোগীর সাথে যে অভিভাবক আসে, তাদেরকে প্রাধান্য বেশী দিই যে, রোগী তো রোগী। কোন ঔষধ থেকে কোন ঔষধ খেয়ে ফেলবে, তার ঠিক নেই। বা ঔষধের ডোজ শেষ, সে আর খাচ্ছেনা। তখন ঐ রোগীর অভিভাবকের উপর নির্ভর করি যে আপনি পাশাপাশি আছেন, সেবা যত্ন করছেন। আপনি এই ঔষধগুলো নিয়মিত খাওয়াবেন। এখন টাকার অভাবে চারদিনের জায়গায় তিনদিনের নিলেন। কিন্তু আপনার কোর্স পাঁচদিনের সাতদিনের ক্লিয়ার করবেন। তো এক্ষেত্রে এন্টিবায়োটিকটা, এন্টিবায়োটিক এর আলোচনা করলে দেখা যায় আলোচনার শেষ নাই। যেটা বডির সমস্ত কিছু কিছু কমন ডিজিজের উপর এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ আমরা করি। এখন এন্টিবায়োটিক এর কাজটা অভিভাবককে বুঝিয়ে দিই। অভিভাবক বলে, ঠিক আছে, ডাক্তার সাহেব, আমি খাওয়াবো। সে যদি নিয়মিত খাওয়ায় তাহলে রোগটা সারবে। আর সে যদি না খাওয়ায় বা রোগী যদি না খেতে চায়, তাহলে তার রোগটা বিপরীত মানে আরো বড় ধরনের সমস্যা হতে পারে। বা হবে এটা আশা করি। এন্টিবায়োটিক এর কোর্সটা আসলে দুইতিন দিন এর না। কিছু এন্টিবায়োটিক আছে লং টাইম খেতে হয়। যেমন আপনার পেনিসিলিন গ্রুপ। পেনিসিলিনও এক কালীন এন্টিবায়োটিক ছিল। বর্তমানেও আছে। ফেনাক্সোমেথাইল পেনিসিলিন গ্রুপ। যদি আমি একটা আমার কাছে ওপেন ট্যাবলেট আছে। অপসোনিন কোম্পানি, পেনভিক ট্যাবলেট আছে, স্কয়ার কোম্পানি। পেনভিক ডিএস আছে। এক্ষেত্রে এটা কিন্তু একটা এন্টিবায়োটিক। এটা খেতে হবে লং টাইম। যেমন বেশীরভাগ আর্থ্রোরাইটিস। যাদের বাতজ্বর আছে। বাতজ্বরের ক্ষেত্রে পেনিসিলিনটা খুব সুন্দর একটা এন্টিবায়োটিক। কাজ করে। এটার ডোজ হয়ে যায়গা আপনার দীঘ ছয়মাস, তিনমাস, এক বছর, তিন বছর পর্যন্ত। অনেক সময় দেখা যায় আপনার ট্যাবলেট খাচ্ছেন, পেনিসিলিন ট্যাবলেট খাচ্ছেন, কাজ করছেনা। কি করতে হবে, আপনার বাতজ্বর যেহেতু, বাতজ্বরের ক্ষেত্রে মানুষের অনেক অর্গানগুলো দুর্বল হয়ে যায়। বিকল হয়ে যায়। তো ডাক্তার সাহেবরা এভাবে চিকিৎসা দিয়ে থাকে। যে এটার ইনজেকশন আকারে বের হয়ছে। যে

প্রশ্নর্কতা: সেটাতো ঔষধের কথা বললেন। এখন মানুষ কেন এই নিয়মগুলো এইযে পরার্মশগুলো ঠিকমতো সঠিকভাবে মেনে চলছেনা? এটার কারন কি?

উত্তরদাতা:এটার কারন হলো সে ঔষধ সম্বন্ধে অবগত নয়। যে এই এন্টিবায়োটিকটা আমি যদি সঠিক নিয়মে খাই, তাহলে আমার এই রোগটা তাড়াতাড়ি সারবে। কিন্তু উনি হয়তো মনে করতে পারে যে ঔষধ খায়লে আমার মাথা ঝিমঝিম করে। বমি আসে। আমি আর খাবোনা। আমি আল্লাহ, এভাবে আমি থাকবো। কিন্তু আসলে উনি এটা বরলে হয়তো বোকামি হবে। যে এটা রোগ নিয়ে অবহেলা করা ঠিক না।

প্রশ্নর্কতা:আর কোন কারন আছে?

উত্তরদাতা:হ্যা। কারন তো আরো আছে।

প্রশ্নর্কতা:যেমন?

উত্তরদাতা:যেমন, একটা এন্টিবায়োটিক এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিলে রোগী এবং রোগীর যে অভিভাবক আছে, তারাও খাওয়াতে চায়না। কিন্তু উনি বুঝতে পারছেনা যে এই এন্টিবায়োটিক সমস্যা করছে নাকি অন্য কোন ঔষধে, অন্য কোন মেডিসিনে সমস্যা করছে। এটা বুঝতে পারছেনা। তো টক কইরা উনি হয়তো ন াবুইঝা একটা এন্টিবায়োটিক এর ডোজ উনি বাদ দিয়া দিল। যে আমি এই ঔষধগুলো খাওয়ায়। পরবর্তীতে দেখা যায় তার সমস্যাগুলো আসলে অন্য ঔষধের কারনে। কিন্তু উনি অরিজিনাল যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার যে ঔষধটা আছে, এটা উনি বন্ধ করে দিছে। অনেকে না বুঝেই বেশীরভাগ আমাদের গ্রামাঞ্চলের কথা বলি। না বুঝার কারনেই এই অবহেলাটুকু রোগীর প্রতি আচরন হয়। কিন্তু আমরা যারা পল্লীচিকিৎসক, আমরা ঐভাবে ডোজ দিয়ে দিই। এখন এন্টিবায়োটিক এর কাজ তো

প্রশ্নর্কতা:আপনারা আপনাদের মতো বলে দেন যাতে ওরা নিয়মগুলা মেনে চলে।

উত্তরদাতা:জ্বী।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে এখন নীতিমালাগুলো একটু শুনবো এইযে আপনাদের ঔষধগুলো আপনারা এখান থেকে বিক্রি করেন, বা আপনি প্রেসক্রাইব করেন, এরকম সরকারি কোন নিয়ন্ত্রনকারী সংস্থা বা পর্যবেক্ষনকারী সংস্থা আছে কিনা যারা এসে আপনাদের এগুলা মনিটরিং করে?

উত্তরদাতা:হ্যা। আছে। যেমন, আমরা যারা ফার্মাসিস্ট, ফার্মাসিস্ট, এরা এলাপ্যাথির উপর ফার্মাসিস্ট করছে। ফার্মাসিস্ট আপনার একটা সমিতি আছে। অর্গানাইজেশন আছে। এরা ড্রাগ সুপারেন্টেন্ট যেটা আমাদের ড্রাগ লাইসেন্স দেওয়া হয়। ফার্মাসিস্টের সার্টিফিকেট বা লাইসেন্স দেওয়া হয়। এখান থেকে আমাদের প্রতি তিনমাস অন্ত অন্তর আমাদের প্রতিটা এলোপ্যাথিক যে দোকানগুলো আছে, এই দোকানগুলোর মধ্যে আসে। আবার ানেক সময় বিজ্ঞাপন আসে বা বড় বড় কনফারেন্সে আমরা যখন যাই, ডাক্তারের কনফারেন্সে যাই। তখন তারা, বিশেষজ্ঞরা আলোচনা করে যে সরকারি লাইসেন্স ছাড়া বা ডিআর নাম্বার ছাড়া যে মেডিসিনগুলো আছে, এগুলো বেচা নিষেধ।

প্রশ্নর্কতা:ডিআর টা কি?

উত্তরদাতা:ডিআর টার ফোরমিনিং আমি এখনো বুঝিনা। তবে

প্রশ্নর্কতা:ড্রাগ রেজিষ্টার বা ড্রাগ

উত্তরদাতা:এরকমই আরকি একটা ইয়ে। যেমন একটা, বেয়াদবি মাফ করবেন। যেমন, কুমুদিনি আমাদের এশিয়ার বৃহত্তম ইয়ের কুমুদিনি হসপিটাল। এখনতো মেডিকেল হসপিটাল হয়ে গেছে। এখানে একটা অমিলক, অমিপ্রাজল গ্রুপ। এখন আমি দেখা যাচ্ছে এই ঔষধটা ভালো কাজ করে। এখানে ডিআর নাম্বার, বেস নাম্বার, ম্যানুফাকচারিং ডেট, তৈরী নাম্বার, এক্সপায়ার ডেট। এখানে আমি প্রথমে দেখবো যে ঔষধের ডিআর নাম্বার, ম্যানোলাইসেন্স নাম্বার, কোম্পানির লাইসেন্স নাম্বার, সরকারের লাইসেন্স নাম্বার, ডিআর নাম্বার যেটা বললাম। এখানে তিনটা নাম্বার দেওয়া আছে। এবং উৎপাদন করছে, তৈরী করছে, সেটার তারিখ দেওয়া আছে। এবং ঔষধের গুনগত মান কবে শেষ হবে সেই তারিখও দেওয়া আছে। তো এগুলো দেখে আমরা ঔষধ বিক্রি করি। এভাবে সমিতির মাধ্যমে যে আমাদের উপরে কর্মকর্তা আছে, উনারা পরিচালনা করে। যে দোকানগুলোর মধ্যে দুই নাম্বার কোম্পানি বলতে বাজে কোন ঔষধ, বাহিরের কোন ঔষধ, নেশাজাতীয় দ্রব্য, আপনার ভ্যাক্সিন, ফ্রিজ ছাড়া ভ্যাক্সিনগুলো, এগুলো তারা চালায় কিনা, যেটা মানুষের একান্তই প্রয়োজন, জলাতংক রোগের জন্য ভ্যাক্সিন এখন সেটা তো তাপমাত্রা নির্ধারিত আছে। এখানে আপনার ফ্রিজ নাই, অথবা দোকানে তাকের মধ্যে রাখলেন। সেই ঔষধের গুনাগুন কিন্তু আগের মতো থাকবেনা। যে ঔষধ যে তাপমাত্রায় রাখা ও কর্তব্য বা দায়িত্ব, সেই ঔষধ সেই তাপমাত্রায় রাখতে হবে।

প্রশ্নর্কতা:এটা কি উনারা এসে দেখে আপনাকে

উত্তরদাতা:হ্যা। এটা তিনমাস, ছয়মাস, এক দেড় মাস অন্তর অন্তর উনারা আসে। আমাদের সাথে শলাপরামর্শ করে। আর বিশেষ কথা হলো দোকানের, প্রতিটা দোকানের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, একটা রোগী ডাক্তার বা আপনার জেনারেল ফিজিশিয়ান কন, ডাক্তার কন, পল্লী চিকিৎসক কন, এদের যে পরামর্শ দিবে, অর্ধেক রোগ ভালো হয়, তার আচরনগত। ডাক্তারের আচরনগত কারনে আচার ব্যবহারের কারনে। আর অর্ধেক রোগ ভালো হয় ঔষধের উপর বিশ্বাস। এখন বিশ্বাস যদি না থাকে, আপনার ঔষধ খাচ্ছেন, খাচ্ছেন, খাচ্ছেন। কতদিন এভাবে খাবেন। তো এক্ষেত্রে বিশ্বাস, আপনার একজন পেশেন্ট আসলে তার সাথে ভালো আচরন করতে হবে।

প্রশ্নর্কতা:এগুলা কি ড্রাগ সুপাররা আপনাদের মনিটরিং করে?

উত্তরদাতা:হ্যা। মনিটরিং করে মানে প্রতি তিনমাস, একমাস, দুইমাস ছয়মাস অন্তর অন্তর আমাদের এটা মিটিং হয়। সব পল্লী চিকিৎসক মিলে১:০০:০০

প্রশ্নর্কতা:কোথায় মিটিংটা?

উত্তরদাতা:এটা একটা নির্দিষ্ট স্থান মানে

প্রশ্নর্কতা:এটা কি জেলা ওয়াইজ নাকি থানা

উত্তরদাতা:আপনার থানা ওয়ারি হয়। এলাকা, ইউনিয়ন ভিত্তিক হয় এবং এমনকি জেলাভিত্তিক হয়। তবে আমি বেশীরভাগ সব মিটিঙে এটেন্ড করি। উপরের কর্মকর্তা, উনারা যারা আছে, অনেক চিকিৎসা ক্ষেত্রে ভুল ত্রুটি থাকতে পারে। অনেক মেডিসিন সম্বন্ধে অবগত না। হয়তো দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করি, স্যার আমি এই মেডিসিন সম্বন্ধে অবগত না। এই ঔষধটা আসলে আপনার ডোজটা কিভাবে হয়, কোন রোগের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারি। উনারা সুন্দর করে আমাদেরকে বুঝিয়ে দেয়।

প্রশ্নর্কতা:এন্টিবায়োটিক ব্যবহারের সাথে সর্ম্পকিত এমন কোন সরকারি নীতিমালা সর্ম্পকে আপনি জানেন কিনা?

উত্তরদাতা:যেটা সঠিক সেটা বললে তো আর এখানে লজ্জার কিছু নেই।

প্রশ্নর্কতা:না। আমরা সত্যটাই শোনার জন্য আসছি।

উত্তরদাতা:জ্বী। আমরা এন্টিবায়োটিক সম্বন্ধে সরকারের সাথে সামঞ্জস্য অবশ্যই আছে আমি মনে করি। যেমন, এই ঔষধগুলো আপনার এলোপ্যাথিক ফার্মাসিউটিক্যালগুলা একচুয়ালি আমরা যখন কোম্পানির কাছ থেকে মেডিসিনগুলোর অর্ডার দিই, রাখি। তখন ঐখানে দেখা যায় টিবি ভ্যাট এবং এমআরপি টিভি ভ্যাটের থেকে টু পারসেন্ট থ্রি পারসেন্ট ভ্যাট সরকার আমাদের থেকে নিচ্ছে। আমরা ইন ভয়েস থেকে কথা বলছি। সরকারে আমাদের কাছ থেকে নিচ্ছে। প্রাথমিক অবস্থায় যখন আমরা অর্ডার দিই কোম্পানিকে, কোম্পানির কাছ থেকে নিচ্ছে সরকার। আর কোম্পানি নিচ্ছে আমাদের কাছ থেকে।

প্রশ্নর্কতা:সেটাতো বিক্রির ক্ষেত্রে বা যারা প্রোডাকশন করে তাদের ক্ষেত্রে। কিন্তু কোন নীতিমালা, এন্টিবায়োটিক বিক্রি করার জন্য কোন নীতিমালা আছে কিনা যে কিভাবে আমরা এটা বিক্রি করবো, কাদেরকে দেওয়া যাবে, এই সম্পর্কিত কোন

উত্তরদাতা:প্রশ্নটা

প্রশ্নর্কতা:মানে কাকে এন্টিবায়োটিক দিতে পারবো, কাকে দিবোনা এরকম সরকারি কোন নীতিমালা সর্ম্পকে জানেন কিনা?

উত্তরদাতা:না। এটা আমি জানিনা। তবে আমরা যারা এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করি, এটা আপনাকে এন্টিবায়োটিক লাগেনা, একটা পেশেন্টের এন্টিবায়োটিক লাগেনা, দরকার না। প্রয়োজন মনে করিনা যে লাগবে

প্রশ্নর্কতা:সরকারি নীতিমালা আছে কিনা?

উত্তরদাতা:না। এই ধরনের নীতিমালা আমাদের , আমি জানিনা। আছে কিনা আমি জানিনা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। আপনার কি মনে হয় এরকম একটা নীতিমালা থাকলে বা নৈতিক আচরনবিধি থাকা প্রয়োজন?

উত্তরদাতা:তবে, হ্যা। আমি এটার উপর প্রাধান্য দিই যে কিছু এন্টিবায়োটিক যারা মেডিসিনের উপর রিসার্চ করছে, তারা কিন্তু আমাদের থেকে অনেক অনেকগুন ভালো জানে। যে এন্টিবায়োটিকটা খায়লে মানুষের ভালো কাজ করবে। আর এই এন্টিবায়োটিক খায়লে কাজ করবেনা। কিছু এন্টিবায়োটিক এর মধ্যে আপনার আটা, ময়দা এগুলো কিছুদিন পত্র পত্রিকায় লেখা দেখছি আপনার বিভিন্ন কোম্পানি উল্লেখ আছে সাতাশটা আটাশটা কোম্পানি সরকারিভাবে এটা ইনভ্যালিড করে দিছে। তাদের কিছু ঔষধ বাজারজাত করছে, এই ঔষধগুলো মানুষের কাজ করছেনা। বা এই ঔষধগুলোর মধ্যে বা ল্যাবে টেষ্ট করে দেখছে আসলে যা লিখছে , তা নাই। এই ঔষধগুলো যদি আমরা, সমরকার এই উদ্যেগটা আমি মনে করি এই উদ্যেগটা গ্রহন করলে সরকারের তরফ থেকে ভালো হবে। জনগনের ভালো হবে, আমাদের ভালো হবে। কিছু অসাধু ব্যবসায়ী আছে, যারা বেশী লাভের আশায় এই কিছু কিছু কোম্পানির ঔষধগুলো বিক্রি করে। এন্টিবায়োটিক এর ক্ষেত্রে, সকল ঔষধ না, কিছু কিছু বিশেষ ঔষধ, যেগুলো ল্যাবে টেষ্ট করে

দেওয়া উচিত। আপনার যে পাওয়ার, যে মিলিগ্রাম দেওয়ার কথা দিছে ঠিক। কিন্তু অরিজিনালি সেই ঔষধটা আমার মনে হয়, ঐ কি, পাউডার, সোডা আছে, এই আটা ময়দা আছে, এগুলো খায়য়া কি রোগী ভালো হবে? রোগ ভালো হবেনা।

প্রশ্নর্কতা:আপনি কি মনে করেন কিছু সেবাদানকারী আছে, কিছু ঔষধ বিক্রি করে এরকতম মানুষজন আছে যারা অযৌক্তিভাবে রোগীদের এন্টিবায়োটিক প্রদান করে থাকে এরকম কি আপনি মনে করেন?

উত্তরদাতা:সেটা হলো তার ব্যাপার। যে দিচ্ছে সেটা হলো তার ব্যাপার। কিন্তু আসল

প্রশ্নর্কতা:দেয় কিনা, আপনার কাছে কি মনে হয়?

উত্তরদাতা:দেয় কিনা সেটাও আমি জানিনা। আর এটা তো মানুষের আসলে বিবেক। বিবেকের উপর নির্ভর করে যে আমি তাকে কি ধরনের ঔষধ দিবো। আমি ইতিপূর্বে বলে গেছি ভালো কোম্পানির ঔষধগুলো ভালো। কিছু কোম্পানি এখন ইদানিং বের হয়ছে, যে কোম্পানির ঔষধগুলো আমি নিজেও অনেক সময় হাতে নিয়ে দেখছি আপনার ইয়ে হয়ে যায়, ফাকি হয়ে যায়। যেমন একটা কোম্পানি রেনিটিডিনের উপর আমি দেখছি আপনার এইযে রেনিটিডিনটা হলো আপনার কোয়ালিটি ফার্মাসিউটিকেল। এখন এক্ষেত্রে এই রেনিটিডিনটা ডিআর নাম্বার আছে, ম্যানুফাকচারিং ডেট আছে, বেস নাম্বার আছে। এক্সপায়ার ডেট আছে। কিন্তু এই ট্যাবলেটটা দেখছি অনেক রোগী আমার সামনাসামনি তারা ইয়ে করে। ট্যাবলেটের গায়ে খুলে ট্যাবলেটটা খুলে দেখে ফাকি। কারন তাপমাত্রা নাই। এবং কি শুধু ময়দার মতো মনে হয়। তো এই রেনিটিডিন খাওয়ালে তো তার পেটের অসুখ হতে পারে। আবার কিছু কিছু কোম্পানির ঔষধের তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে। গুনগত মান রাখার, ভালো রাখার। এখন তাপমাত্রা কম থাকলে যে কোন জিনিসই নরম হয়ে যাবে।

প্রশ্নর্কতা:আপনি কি মনে করেন রোগীর লাভের চেয়ে ঐযে বলতেছিলেন বিভিন্ন কোম্পানি আসে, তাদের আর্থিক লাভের জন্য প্রেসক্রিপশনে এন্টিবায়োটিক লেখা হতে পারে?

উত্তরদাতা:সেটা উর্দ্ধতন কর্মকর্তা এটার পদক্ষেপ নিবে। এই ব্যাপারে আমি কিছু বলতে নারাজ না। আমি চাই এলাকার জনগনের মঙ্গর্লাথে সুবির্ধাথে ভালো সঠিক চিকিৎসা এবং ভালো মানের ঔষধ খায়য়া তারা সুস্থ থাকুক। এটাই আমি চাই।

প্রশ্নর্কতা:সেটা ঠিক আছে। কিন্তু কোম্পানির লোকজন এসে যখন একজন ডাক্তারকে বলে, সেক্ষেত্রে ডাক্তার কি ইনফ্লুয়েন্সড হয় যে, উনার ঔষধটাই লিখে দিল। এক্ষেত্রে যে আমার রোগী আসলো ঐ রোগীর চেয়ে কোম্পানি লাভবান হলো। এই বিষয়টা কাজ করে কিনা।

উত্তরদাতা:এই বিষয়টা আমি এভাবে বলবো। যে বর্তমানে ডাক্তার এবং রিপ্রেজেন্টিভ, সেলস ম্যান বা এরিয়া থানা এবং ডিস্ট্রিক্ট ওয়ারি যে ঔষধ প্রশাসনের দায়িত্বে আছে, কর্মকর্তা নিয়োজিত আছে, ইনারা ডাক্তারদের সাথে কন্টিনিউ যোগাযোগ রাখে।এই স্যার, আমার এই ঔষধ লিখেন, ভালো কাজ করে। তো উনারা হয়তো লিখে কিনা আমি জানিনা। তবে প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী লেখা দেখি যে , এক কোম্পানির ঔষধ না, বিভিন্ন কোম্পানির ঔষধ লেখা আছে। প্রেসক্রিপশনের মধ্যো, ব্যবস্থাপত্রের মধ্যে। তো এইক্ষেত্রে আমি মনে করি যে এই ব্যাপারটা তো কিছু গোপনীয়তা, কিছু প্রকাশ্য। প্রকাশ্য যেটা আমরা দেখি, প্রেসক্রিপশনের মধ্যে লেখা। লেখা অনুযায়ী আমরা মেডিসিন বিক্রি করি। কিন্তু এখন ঐযে আপনার মার্কেটিং এর ঔষধ কোম্পানির মার্কেটিং এর লোকেরা যে ডাক্তারদের সাথে যোগাযোগ কিভাবে করে বা রাখে সেটা আমি জানিনা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। ভোক্তার অধিকার কি? ভোক্তার অধিকারটা হলো

উত্তরদাতা: ভাক্তার অধিকারটা হলো সর্ম্পূন নির্ভর করবে আপনার গুনগত মানের উপর। গুনগত মানের উপর এক কথায় বলবো আল্লাহকে ডাকলে ডাকার মতো ডাকলে পাওয়া যায়, এটা বিশ্বাসকরি। এখন আল্লাহরে না ডাইকা গাছেরে ডাকলে কিন্তু সে সাড়া দিবেনা। তদ্রুপ মানব দেহের মধ্যে যে রোগই হোকনা কেন, সঠিক ঔষধ যদি তার দেহের ভিতরে আসে, খায়, সে রোগী অবশ্যই

অবশ্যই ভালো হবে। এখন আল্লাহরে ডাকলাম। আল্লাহ আমার রোগ সারাও, আল্লাহ আমার রোগ সারাও। এক্ষেত্রে আপনার রোগ সারবে কিনা আমিও জানিনা।

প্রশ্নর্কতা:একটা প্রেসক্রিপশন যাতে মানে যথাযথ পরামর্শ লেখা হয়, এন্টিবায়োটিক যাতে সঠিকভাবে লেখা হয়, এজন্য কি কি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?

উত্তরদাতা:এখন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার যারা আছেন, বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা আমি মনে করি ভালো কোম্পানির ঔষধ ভালো এন্টিবায়োটিক, ভালো বলতে তো সবই ভালো। কিন্তু গুনগত মান কার্যকারীতা যে কোম্পানির ঔষধ ভালো কাজ করে মানবদেহে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তাড়াতাড়ি ভালো করে। সেক্ষেত্রে আমি মনে করি বিশেষজ্ঞ ডাক্তার যারা আছেন, ইনারা জানে এই কোম্পানির ঔষধ প্রেসক্রিপশন করে। রোগীর সুস্থতা, রোগীর মঙ্গর্লাথে এই কথাটাই আমি ব্যক্ত করি। এক্ষেত্রে যদি অসদুপায় অবলম্বন করে বা কোম্পানি তো কোম্পানি। সেক্ষেত্রে যদি উনি দয়া ধর্ম করে ভালো ঔষধ লিখে প্রেসক্রিপশনে তাহলে রোগী যদি সেই ঔষধটা কিনে খায়, তাহলে রোগী ভালো হবে। এক্ষেত্রে ডাক্তারদের উপর নির্ভর করবে সে ভালো কোম্পানির ঔষধ লিখবে নাকি লিখবে না। সেটা হলো তার ব্যাপার। তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আর আমার কথা হলো এখানে যে আমরা যারা আছি, আমরা জানি মানুষের এক কথায় একটা ছবিতে দেখছি, আপনার মিঠুন চক্রবর্তী, নায়ক। উনি বলছে যে খোদার পরেই ডাক্তারের স্থান। যে খোদার পরেই ডাক্তারের স্থান কিভাবে হলো, খোদা আল্লাহ হলো সৃষ্টি, আল্লাহর গুনগান গাওয়া, ডাক্তার, আল্লাহ কিন্তু সরাসরি আইসা একটা রোগীর যেমন গলব্লাডার ষ্টোন, পাথর হলো আল্লাহ কিন্তু সরাসরি সেটা অপারেশন করি দিবেনা। এটা ডাক্তার দিবে। তাহলে যে গলব্লাডারে পাথর, ষ্টোন হয়ছে, সে দীর্ঘদিন ধরে এই রোগে ভুগছে। সেক্ষেত্রে সে মেলা অনেক ঔষধ খায়ছে। কিন্তু তার অপারেশন করতে হবে। তো খোদার পরেই ডাক্তারের স্থান।১:১০:০০

প্রশ্নর্কতা:তো এইযে বিভিন্ন ঔষধকোম্পানির লোকজন আসে, এরা কি রোগীদেরকে এন্টিবায়োটিক দেওয়ার জন্য কোন ধরনের ইনফ্লুয়েন্স করে কিনা? রোগীদেরকে?

উত্তরদাতা:এখন পর্যন্ত আমার অভিজ্ঞতার বয়সে এখনো কোন মার্কেটিং এর লোক পাই নাই যে , আমার ঔষধটা আপনি খান। এই ধরনের কিছু পাই নাই। আর এই ধরনের আচরন আমার দোকানে আইসা করতে পারবেনা। কারন এই ব্যাপারে আমি সর্তক। আপনার ঔষধ চালাবো কি চালাবো না, রোগীকে দিবো কি দিবোনা, সেটা আমার উপর নির্ভর করবে।

প্রশ্নর্কতা: লোকজন এন্টিবায়োটিক নেওয়ার জন্য কোথায় যেতে বেশী পছন্দ করে?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক তো ফার্মা কি এলোপ্যাথিক ঔষধের দোকাসে সব দোকানের মধ্যে কম বেশী এন্টিবায়োটিক আছে। তো মানুষ বেশীরভাগ বড় বড় যে ফার্মেসি আছে, এদের কাছেই বেশীরভাগ যায়। আর আমাদের কাছে কখন আসে, যখন দুই চারটা এন্টিবায়োটিক যেটা তারা নিজেরা জানে বা ঔষধ এর কাভার নিয়ে আসে। তখন আমরা দেখি যে, হ্যা, এই ঔষধ আছে। আর বেশীরভাগই বড় ঔষধের দোকানগুলোতে সব কোম্পানির এন্টিবায়োটিক পাওয়া যায়। ঐখানেই বেশীরভাগ প্রেসক্রিপশন নিয়ে চলে যায়। আর আমরা সাধারনত গ্রামাঞ্চলে যে চিকিৎসাটা দিই, সেটা হলো গিয়া আমাদের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে, বিবেকের উপর নির্ভর করবে। আর বেশীরভাগ আমাদের বড় ধরনের কিছু হলে রোগীদের, আমাদের কাছে আসেনা। তারা বিশেষজ্ঞদের কাছে চলে যায়।

প্রশ্নর্কতা:মেয়াদোত্তীর্ন ঔষধ, আপনি আমাকে প্যাকেট দেখাচ্ছিলেন।

উত্তরদাতা:আমি মেয়াদোর্ত্তীন এর প্যাকেট দেখাইনি।

প্রশ্নর্কতা:না। মেয়াদ দেখালেন। মেয়াদোর্ত্তীন ঔষধগুলো যদি আপনার দোকানে রয়ে গেল, মেয়াদোর্ত্তীন হয়ে গেল, তখন এই ঔষধগুলা আপনারা কি করেন?

উত্তরদাতা:আমি আমার দোকানে তো নাই। তবে আমি ঔষধের

প্রশ্নর্কতা:না। অনেক সময় বিক্রি

উত্তরদাতা:গায়ের মধ্যে লেখা আছে। ঔষধ, আমি বরাবরই চেক করে দিই যে মেয়াদোর্ত্তীন ঔষধ আছে কিনা। যদি থাকে সেটা আমরা ফেলে দিই।

প্রশ্নর্কতা:কোথায় ফেলেন?

উত্তরদাতা:ফেলে দিই বলতে মানে মাটি নীচে পুঁতে ফেলি। সেটা বাহিরে খোলা আকাশের নীচে ফেলায়লে ভুলে অন্য কেউ খায়তেও পারে। সে মেয়াদ আছে কি নাই, সেটা তো সে বুঝবেনা। তো সেক্ষেত্রে আমি বিশেষ করে আমার ঘরে মেয়াদোর্ত্তীন ঔষধ থাকেনা, আর রাখিওনা। আর যদিও থাকে, আমি একমাস দুইমাস আগেই কোম্পানিকে ইনফরমেশন দিই যে ভাই, আমার এই ঔষধের মেয়াদ তো আর একমাস দেড়মাস আছে। এখন এটা কি করবো। তখন উনারা বলে ঠিক আছে, আমরা এটা ফেরত নিবো। তো প্রশ্ন করি যে, আপনারা ফেরত নিয়ে কি আবার সে ঔষধ আমাদের বাজারজাত করবেন, আমাদের মাঝে বিতরন করবেন। তো উনারা বলে যে, না। এটা আমরাও ডাস্টবিনে ফেলে দিবো। মানে নষ্ট করে ফেলবো।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। আপনার এখানে কি গরু, ছাগল গৃহপালিতর ঔষধ আছে?

উত্তরদাতা: গৃহপালিতর ঔষধ আমার কাছে নাই। কারন আমি ভেটেরিনারি চিকিৎসা নিজে জানিনা প্লাস দিইনা। এখন আমার কাছে শুধু এলোপ্যাথিক ঔষধ আছে। সকল কোম্পানি বলতে স্কয়ার বেক্সিমকো, গ্লাক্সো, একমি এই সমস্ত কোম্পানির ঔষধ আমি বেশীরভাগ চালাই। সেটা এন্টিবায়োটিক থেকে প্যারাসিটেমল থেকে আপনার পেইন কিলার থেকে এই সমস্ত কোম্পানির ঔষধগুলো চালাই।

প্রশ্নর্কতা:আপনি কতদিন ধরে এই পেশায় আছেন?

উত্তরদাতা:আমি এই পেশায় বলতে দীর্ঘদিন যাবত আছি।

প্রশ্নর্কতা:কত বছর?

উত্তরদাতা:বিশ বাইশ বছর হয়ে গেল। অনেক দিন ধরে

প্রশ্নর্কতা:আপনি কোন প্রশিক্ষন নিয়েছেন?১:১৫:০০

উত্তরদাতা:আমার প্রশিক্ষন আমি একজন মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট। আমার যৌথ আমার আর একটা প্রশিক্ষন আছে। সেটা হলো বাংলাদেশ এবং ডেনিয়েন ফাউন্ডেশন থেকে যক্ষা এবং কুষ্ঠ, যক্ষা, কুষ্ঠ রোগীদের জন্য বিনামুল্যে সরকারিভাবে যে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করে থাকে সে প্রশিক্ষন আমি মির্জাপুর সদর যেটা জার্মুকি হসপিটালে অবস্থিত। জার্মুকি এরিয়ার মধ্যে। সেখানে আমি প্রশিক্ষন নিয়েছি। বিভিন্ন

প্রশ্নর্কতা:কতদিনের প্রশিক্ষন?

উত্তরদাতা:সেটা প্রশিক্ষন হলো আপনার তিনমাসের হয়, এক সপ্তাহর হয়।

প্রশ্নর্কতা:অঅপনি কতদিনের নিছেন?

উত্তরদাতা:আমি ছয়মাসের নিছি।

প্রশ্নর্কতা:আর মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট হিসেবে?

উত্তরদাতা: মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট হিসেবে র্দীঘ চার বছর যাবত পড়ালেখা করেছি।

প্রশ্নর্কতা:আপনার পড়াশোনা?

উত্তরদাতা:আমার পড়াশোনা এসএসসি।

প্রশ্নর্কতা:এসএসসি পাস করছেন। আচছা। আপনার দোকানে কি ড্রাগ লাইসেন্স আছে?

উত্তরদাতা: ড্রাগ লাইসেন্স আছে।

প্রশ্নর্কতা:দোকানটা কি আপনার নিজের নাকি অন্য কারো?

উত্তরদাতা:না। আমার নিজের। কারন আমি মাকে বেশী ভালোবাসি। আমার মায়ের নামে আমার ফার্মেসিটা উল্লেখ করছি। মা মেডিকেল হল। কায়তলা বাজার, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল। এখানে মা বাবার প্রাধান্য উভয়েরই আছে। তবে আমি মাকে বেশী ভালোবাসি।

প্রশ্নর্কতা:এজন্য মা মেডিকেল দিয়েছেন?

উত্তরদাতা:এজন্যই মা মেডিকেল নাম দিয়েছি।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। আপনি কি ঔষধ বিষয়ক কোন পরীক্ষায় অংশ গ্রহন করেছেন?

উত্তরদাতা:আমি বিভিন্ন কোম্পানি যখন আমাদের কনফারেন্স হয়, কোম্পানির উদ্দেশ্যে একটা কোম্পানির বিভিন্ন আইটেম এর ঔষধ তারা বাজারজাত করছে। যখন মেডিসিন বা কোম্পানির তরফ থেকে যে ডাক্তার যারা অভিজ্ঞ লোক, তারা আমাদের প্রশিক্ষন এক দিনের দিয়ে থাকে। যে নতুন কোন কোয়ালিটি নতুন কোন ঔষধ বাজারজাত করলে উনারা আমাদেরকে অবগত করে। যে ঔষধটা এভাবে খাওয়াবে, এভাবে ডোজ দিবে, এভাবে ঔষধ দিবে। নিয়মকানুন, লিটারেচার দিবে। সেখানে ইংলিশ এবং বাংলা উভয়ই লেখা আছে। বোঝার স্বার্থে। সেক্ষেত্রে আপনার কনফারেন্স আমি কত কোম্পানির কনফারেন্সে জয়েন করেছি, তার আমার ঠিক নেই।

প্রশ্নর্কতা:এন্টিবায়োটিকগুলোর, এখন আমরা নেটওর্য়াক শুনবো। কোথা থেকে আসে আপনার কাছে? কোথা থেকে পান?

উত্তরদাতা:এটা আমি যখন এক কোম্পানিকে অর্ডার দিই।এক্সাম্পল, একটা গ্যাকো কোম্পানি। গ্যাকো ফার্মাসিউটিকেল।

প্রশ্নর্কতা:গ্যাকো।

উত্তরদাতা:গ্যাকো। যেটা আইএসও সার্টিফিকেট অর্ন্তভুক্ত। সেই কোম্পানির এন্টিবায়োটিক আমি ব্যবহার করি। প্লাস আমি অর্ডার দিই। যখন মার্কেটিং এর লোক আসে কোম্পানির তরফ থেকে। তখন আমি অর্ডার দিই। সেফোরোক্সিম গ্রুপের জিফিক্স।

প্রশ্নর্কতা:তার মানে এম আর রা আপনার কাছে আনে?

উত্তরদাতা:হ্যা। এম আর রা আমাদের কাছে এসে অর্ডার নেয়। যারা সেলস ম্যান, যারা ঔষধ সাপ্লাই করে, অর্ডার নেওয়ার পরে উনারা আমাদের কাছে ঔষধ নিয়ে আসে। ইন ভয়েস করে। ইনভয়েস মোতাবেক আমার দোকানে কি কি ঔষধ কোন ঔষধ অর্ডার দিলাম, সেই মোতাবেক ইন ভয়েস নিয়ে আসে। তো

প্রশ্নর্কতা: আপনার থেকে কারা নেয়?

উত্তরদাতা:আমার কাছ থেকে সাধারন রোগী যারা আছে, ইনারা নিয়ে থাকে।

প্রশ্নর্কতা:নিয়ে থাকে। আর এমআর রা কোথায় পায়?

উত্তরদাতা:এম আর রা আপনার ডিস্ট্রিক্ট লেবেলে উনাদের একটা ইয়ে আছে। অফিস আছে। সেই অফিসের মাধ্যমে হেড অফিস থেকে উনারা চালানটা নিয়ে আসে। এই পর্যায়ক্রমে আমরা যে বহিগ্রামে আছি, যারা দোকানদার, এদের মারফতে এসে পৌঁছায়। আর

প্রশ্নর্কতা:এখন একটু আমি শুনবো। আপনার দোকানে কি কি এন্টিবায়োটিক আছে। আমাকে একটু এন্টিবায়োটিকগুলোর নাম যদি বলেন।

উত্তরদাতা:এখন আসলে এন্টিবায়োটিক এর কথাটা বললে তো বিভিন্ন কোম্পানির এন্টিবায়োটিক আছে।

বলেন আপনি।

উত্তরদাতা::এখন আপনি এন্টিবায়োটিক এর কোন কোম্পানি বা কোম্পানির নাম উল্লেখ না করাই ভালো।

প্রশ্নর্কতা::শুধু ঔষধের নাম বলবেন।

উত্তরদাতা: শুধু ঔষধের নাম বলবো। যেমন, মোক্সাসিল।

প্রশ্নর্কতা: মোক্সাসিল। তারপরে?

উত্তরদাতা:ফাইমক্সিল।

প্রশ্নর্কতা: ফাইমক্সিল। তারপর?

উত্তরদাতা:সিপ্রোসিন।

প্রশ্নর্কতা:সিপ্রোসিন। তারপর?

উত্তরদাতা:জিম্যাক্স।

প্রশ্নর্কতা:জিম্যাক্স।

উত্তরদাতা:সেফ-থ্রি।

প্রশ্নর্কতা:সেফ-থ্রি। তারপর?

উত্তরদাতা:তারপর আপনার আছে এখন বিভিন্ন কোম্পানির। এইযে আগে যেটা বলে নিলাম মানে বেশীরভাগ যেগুলা আমি রোগীদের ক্ষেত্রে দিই, সেগুলোই বলতেছি। বিভিন্ন কোম্পানির এন্টিবায়োটিক আছে।

প্রশ্নর্কতা:কাটাঁছেড়ার জন্য কোনটা দেন?

উত্তরদাতা:কাটাঁছেড়ার জন্য প্রাথমিক অবস্থায় ফ্লুকক্সাসিলিন।

প্রশ্নর্কতা:তারপর?

উত্তরদাতা:এজোথ্রোমাইসিন।

প্রশ্নর্কতা:তারপর?

উত্তরদাতা:ইরোথ্রোমাইসিন।

প্রশ্নর্কতা:ইরো?

উত্তরদাতা: ইরোথ্রোমাইসিন।

প্রশ্নর্কতা:তারপর?

উত্তরদাতা:সেফালেক্সিন। ১: ২০:০০

প্রশ্নর্কতা:তারপর?

উত্তরদাতা: পেনিসিলিন।

প্রশ্নর্কতা:তারপর? কি জানি বলতেছিলেন আপনার ফাইলোপেন নাকি কি

উত্তরদাতা: ফাইলোপেন তো আপনার ফ্লুকক্সাসিলিন গ্রুপের। আমি অনেক গ্রুপ, মেডিসিনের যে গ্রুপগুলো আছে, এগুলো প্লাস সরাসরি কিছু ঔষধের নাম যেগুলা আমি নিজে এই এন্টিবায়োটিকগুলো প্রয়োগ করি।

প্রশ্নর্কতা:এই মোক্সাসিল এটা কোন জেনেরেশন?

উত্তরদাতা:এটা ফাস্টিং যে আপনার ফাস্টিং ট্রিটমেন্ট যেটা সেক্সেত্রে মোক্সাসিল গ্রুপের, এমোক্সাসিলিন গ্রুপ

প্রশ্নর্কতা: এমোক্সাসিলিন গ্রুপ? না?

উত্তরদাতা:হ্যা। এমোক্সাসিলিন গ্রুপ।

প্রশ্নর্কতা:এটা কিসের জন্য দেন?

উত্তরদাতা:এটা আপনার কমন ডিজিজ। কমন ডিজিজ বলতে সর্দি, কাশি, ঠান্ডা জ্বর,

প্রশ্নর্কতা:কমন ডিজিজের জন্য দেন। ফাইমক্সিল কোন জেনেরেশন এটা?

উত্তরদাতা:ঐ একই প্রিপারেশন। এমোক্সাসিলিন।

প্রশ্নর্কতা: এমোক্সাসিলিন। কিসের জন্য দেন এটা?

উত্তরদাতা:ঐ কমন ডিজিজের জন্য।

প্রশ্নর্কতা:সিপ্রোসিন কোন জেনেরেশন এর ঔষধ?

উত্তরদাতা: সিপ্রোসিনটা সিপ্রোফ্লক্সাসিলিন গ্রুপ।

প্রশ্নর্কতা: সিপ্রোফ্লক্সাসিলিন গ্রুপ। এটা কোন জেনেরেশনের মধ্যে পড়ছে সিপ্রোসিন।

উত্তরদাতা:আপনার সেকেন্ড।

প্রশ্নর্কতা:সেকেন্ড। এটা কিসের জন্য দেন?

উত্তরদাতা:এটা জ্বরের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করি। ডায়রিয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করি। অনেক সময় নরম কোষ ত্বকের যে ইনফেকশনগুলো

প্রশ্নর্কতা:এবস নাকি কিজানি বলে এটা?

উত্তরদাতা:এবসেস। তারপর আপনার কাঁটাছেড়ায় দিতে পারেন।

প্রশ্নর্কতা: কাঁটাছেড়ায়। ফরেন বডি ইনজুরি যেটা বলতেছেন।

উত্তরদাতা:জ্বী। এন্টিবায়োটিক আর একটা লিখেন। যেটার গ্রুপ আপনার সেফ্রাড। সেফ্রাডিরিন গ্রুপ।

প্রশ্নর্কতা: সেফ্রাড, সেফ্রাডিরিন গ্রুপ। এটা কিসের জন্য দেন?

উত্তরদাতা:এটা আপনার ঠান্ডা, কাশি, সর্দি, জ্বর

প্রশ্নর্কতা:এটা কোন জেনেরেশন? সেফ্রাড?

উত্তরদাতা:এটা হলো আপনার সেকেন্ড।

প্রশ্নর্কতা:তারপর জিম্যাক্সটা কোন জেনেরেশন?

উত্তরদাতা:এটাও আপনার বর্তমানে সেকেন্ড।

প্রশ্নর্কতা:এটা কোন গ্রুপের?

উত্তরদাতা:এজিথ্রোমাইসিন।

প্রশ্নর্কতা:এটা কিসের জন্য দেন?

উত্তরদাতা:এটা আপনার এন্টিবায়োটিক, হায়ার এন্টিবায়োটিক এজিথ্রোমাইসিন। হায়ার এন্টিবায়োটিক। আপনার লং টাইম ফিবারের জন্য দেওয়া হয়। তারপর আপনার ইউরেনারির ট্রাক্টিভ ইনফেকশনের জন্য দেওয়া হয়। ইউরেনারির ট্রাক্টিভ ইনফেকশন জনিত কারনে দেওয়া হয়। ইউরেনারির ট্রাক্টিভ ইনফেকশন।

প্রশ্নর্কতা:সেফ- থ্রি কোন জেনেরেশন?

উত্তরদাতা:সেফ-থ্রি এটা হলো সেকেন্ড।

প্রশ্নর্কতা:সেকেন্ড। এটা কোন গ্রুপের?

উত্তরদাতা:এটা হলো সেফ-থ্রি হচ্ছে সেফালোক্সিন, সরি। সেফোরোক্সিম গ্রুপ।

প্রশ্নর্কতা: সেফোরোক্সিম গ্রুপ।

উত্তরদাতা: সেফোরোক্সিম গ্রুপ। এটা হলো হায়ার এন্টিবায়োটিক।

প্রশ্নর্কতা:এটা হায়ার এন্টিবায়োটিক। এটা কিসের জন্য দেন?

উত্তরদাতা:এটা আপনার কাটাঁ মানে সিজারিয়ানের সময় দেওয়া হয়। বড় ধরনের এবসেসে, গ্যাংগ্রিনে দেওয়া হয়। এবসেসে, গ্যাংগ্রিনে দেওয়া হয়। আপনার

প্রশ্নর্কতা:ফ্লুকক্সাসিলিন, এটা কোন গ্রুপের?

উত্তরদাতা: ফ্লুকক্সাসিলিন। ফ্লুকক্সাসিলিন গ্রুপ।

প্রশ্নর্কতা: ফ্লুকক্সাসিলিন গ্রুপ। এটা কোন গ্রুপ? একই গ্রুপ?

উত্তরদাতা:হ্যা। ফ্লুকক্সাসিলিন গ্রুপ। এখানে ঔষধের নামটা লিখেন। ফাইলোপেন।

প্রশ্নর্কতা:ফাইলোপেন, না? এটা কোন জেনেরেশন?

উত্তরদাতা:এটা হলো সেকেন্ড।

প্রশ্নর্কতা:এটা কিসের জন্য দেন? ১:২৫:০০

উত্তরদাতা:এটা আপনার এটাও এবসেসে দেওয়া হয়। আপনার লং টাইম ঘা থাকলে, ইনফেকশন থাকলে, ইনফেকশনজনিত কারনে ব্যবহার হয়।

প্রশ্নর্কতা:এজিথ্রোমাইসিন এটা কি এন্টিবায়োটিকের নাম নাকি গ্রুপের নাম।

উত্তরদাতা: এজিথ্রোমাইসিন এটা গ্রুপের নাম।

প্রশ্নর্কতা:গ্রুপের নাম। এটা ঔষধটার নামি কি?

উত্তরদাতা:এটা ঔষধের নাম আপনার বিভিন্ন কোম্পানির বিভিন্ন নামে আসছে।

প্রশ্নর্কতা:এটা কিসের জন্য দেন?

উত্তরদাতা:এটা আপনার জ্বরের জন্য দেওয়া হয়। পস্রাবের ইনফেকশনের জন্য দেওয়া হয়। ইউরেনারি ট্রাক্টরের জন্য দেওয়া হয়। এমনি কাশির জন্য দেওয়া হয়।

প্রশ্নর্কতা:ইউরোমাইসিন যেটা, এটা কোন জেনেরেশন?

উত্তরদাতা:এজিথ্রোমাইসিন গ্রুপ।

প্রশ্নর্কতা:এটা এজিথ্রোমাইসিন গ্রুপ?

উত্তরদাতা:হ্যা। এজিথ্রোমাইসিন গ্রুপ। আর এটা হলো এরিথ্রোমাইসিন গ্রুপ।

প্রশ্নর্কতা:এরিথ্রো

উত্তরদাতা: এরিথ্রোমাইসিন গ্রুপ।

প্রশ্নর্কতা:এটা কিসের জন্য দেন?

উত্তরদাতা:এটা ঐ একই।

প্রশ্নর্কতা:একই। আচ্ছা। এটা ইরোমাইসিন এটা কোন জেনেরেশেন?

উত্তরদাতা: এটা হলো সেকেন্ড। হায়ার এন্টিবায়োটিক, সেফ্রোডিন।

প্রশ্নর্কতা:না।

উত্তরদাতা:সেফালেক্সিম।

প্রশ্নর্কতা:সেফালেক্সিম।

উত্তরদাতা:সেফালেক্সিম গ্রুপ।

প্রশ্নর্কতা: সফালেক্সিম গ্রুপ। এটা কিসের জন্য দেন?

উত্তরদাতা:এটা বেশীরভাগ আপনার গর্ভবতী মায়েদের যদি কোন বডিতে কোন ইনফেকশন হয়, প্রেগন্যান্সির ক্ষেত্রে।

প্রশ্নর্কতা:বডি ইনফেকশন?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:আর পেনিসিলিন এটা কোন গ্রুপ?

উত্তরদাতা: পেনিসিলিন গ্রুপ।

প্রশ্নর্কতা: পেনিসিলিন, পেনিসিলিন গ্রুপ। এটা কোন জেনেরেশনের?

উত্তরদাতা:এটার নাম হলো ফেনাক্সোমিথাইল পেনিসিলিন। এটার গ্রুপ

প্রশ্নর্কতা: পেনিসিলিন গ্রুপ?

উত্তরদাতা:হ্যা। ফেনাক্সোমিথাইল পেনিসিলিন গ্রুপ।

প্রশ্নর্কতা: ফনাক্সোমিথাইল পেনিসিলিন গ্রুপ। এটা কিসের জন্য দেন?

উত্তরদাতা:এটা আপনার আর্থ্রাইটিসের।

প্রশ্নর্কতা: আর্থ্রাইটিসের জন্য। এটা, পেনিসিলিনটা কোন জেনেরেশন?

উত্তরদাতা:ফার্স্ট।

প্রশ্নর্কতা:আর সেফালেক্সিম এটা?

উত্তরদাতা:এটা সেকেন্ড।

প্রশ্নর্কতা সেকেন্ড। এজিথ্রোমাইসিন এটা?

উত্তরদাতা:এটা হলো থার্ড।

প্রশ্নর্কতা:থার্ড। তাহলে থার্ড জেনেরেশনের ঔষধ কয়টা?

উত্তরদাতা: থার্ড জেনেরেশনের ঔষধ, এটা

প্রশ্নর্কতা:এটাও থার্ড জেনেরেশন? ইরোমাইসিন থার্ড জেনেরেশন। আর সেফ্রাড?

উত্তরদাতা:সেফ্রাডিরিন গ্রুপ।

প্রশ্নর্কতা: সেফ্রাডিরিন গ্রুপ। এটা কোন জেনেরেশনের?

উত্তরদাতা:এটা সেকেন্ড।

প্রশ্নর্কতা:এটার ইয়ে লিখলেন না?

উত্তরদাতা:লিখেছি। এটা হচ্ছে ঠান্ডা, জ্বর, কাশ।

প্রশ্নর্কতা:আর কোন এন্টিবায়োটিক আছে আপনার কাছে?

উত্তরদাতা:এন্টিবায়োটিক আমি এগুলাই ব্যবহার করি।

প্রশ্নর্কতা:এগুলাই আপনি ব্যবহার করেন। ধন্যবাদ, দাদা। আমরা আরেকবার চেক করে দেখি। সবগুলার জেনেরেশন হয়েছে কিনা। হয়েছে। অনেক ধন্যবাদ। আপনার অনেক সময় নিলাম। আশা করি আপনার যে ইনফরমেশনগুলো এগুলো আমাদের অনেক কাজে আসবে। এবং আমাদের গবেষনাকে অনেক সমৃদ্ধ করবে। ভালো থাকবেন, দাদা। আসসালামুআলাইকমু।

উত্তরদাতা:ওয়ালাইকুম সালাম। আর দাদা, আপনারাও ভালো থাকবেন। দেশ এবং দশের মঙ্গলার্থে সবার সার্বিক সহযোগিতায় আপনার সাথে আমি অনেক কথা বললাম। অনেক ভালো লাগলো। এই যে উদ্যেগটা সরকারের মারফতে আপনারা নিচ্ছেন, আমাদের কাছে আসছেন। আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানের তরফ থেকে আমি যতটুকু জানতে পেরেছি, এই চিকিৎসা শাস্ত্রে বা চিকিৎসামতে, এর থেকে আমি আপনাকে যে সার্বিক সহযোগিতা দিয়েছি, মনে কষ্ট নিবেন না। আশা করি এই ধরনের উদ্যেগ প্রতি একমাস দুইমাস তিনমাস অন্তর অন্তর আমাদের কাছে আসলে আমরা আরো নতুন কিছু তথ্য দিতে পারবো। এবং বিভিন্ন মেডিসিন সর্ম্পকে আমাদেরও বাড়তি কিছু অভিজ্ঞতা লাভ হলো। সেই সুবাদে এলাকার, দেশ এবং দশের মঙ্গলার্থে সবার মঙ্গল কামনা করে আজকের মতো আমি বিদায় নিলাম। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামুআলাইকুম।

----------oooooooooooo----------